: প্রথম প্রকাশ :
শুভ মহালয়া—১৩৪৮

: প্রকাশক :
জগৎরঞ্জন মজুমদার
২৮এ, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট
কলিকাতা-৩

: মুদ্রাকর :
পরিতোষ দাশগুপ্ত
আক্ষরিকা
৭, বিশ্বনাথ মতিলাল লেন
কলিকাতা-১২

দাম—৩·৫০ টাকা

ভালোবাসাই শেষ নয়—

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[একটি সাধারণ পরিবারের বসবার ঘর। একটি ডিভান ও দুটি কুশন চেয়ার মানান সই ভাবে সাজানো। একপাশে একটি খোলা জানলা। সেখান থেকে নীল আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসবে আকাশটা তখন রং বদলে কালো হয়ে উঠবে। একপাশে বাইরে যাবার দরজা। সেটা বন্ধ, ছিটকনি তুলে দেওয়া। অন্যপাশে ভিতরে যাবার দরজা। সেখানে পরদা ঝুলছে। ডিভানের পাশের দেওয়ালে একটি সোনালী ফ্রেমে আঁটা দাঁড়করানো লম্বা আয়না। তাব পাশে একটা ছোট টেবিল। তার উপরে একটা টেলিফোন আর একটা ছোট ট্র্যানজিষ্টার।]

ঊর্মিলা ঘরে ঢুকল—উল বুনতে বুনতে
আর গান গাইতে গাইতে।

ঊর্মিলা—(দু-লাইন গান করে) হঠাৎ এ গানটা গাইছি কেন আজ এতদিন পরে ? (আবার এক লাইন করে) সত্যিই সে কতদিন, কত বছর হোল, হঠাৎ এ গানটা আজ মনে এলো কেন ? (আর একবার গুণ গুণ করে একলাইন গান করে) হঠাৎ এই সতেরো বছর পরে ? (একটু হেসে অবাক হয়ে) সতেরো বছর আগের আকাশ কি এই রকমই নীল ছিল ? (জানলা দিয়ে তাকিয়ে) কি জানি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছি কি কখনো ? না,—মনে পড়ে না। আজকাল দেখি। এখন মাঝে মাঝে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, রান্না চাপিয়ে দিয়ে উঠানে বেরিয়ে এসে দাঁড়াই,—এমন কি গরমের দিনেও. হাওয়া যখন আগুন হয়ে ছুটে বেড়ায়, চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর। তখনো মাঝে মাঝে বাইরে না বেরিয়ে থাকতে পারি না

আমি। সবাই হাসে। কিন্তু খোলা আকাশ আজ আমার পক্ষে বড্ড দরকারী, বিশেষত সন্ধ্যেবেলায়—সবে যখন একটি দুটি তারা ফোটে, গেটের ওপাশ থেকে হেনালতার গন্ধে যখন বাতাস একটু একটু মাতাল হয়ে ওঠে, তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মনটা যেন কোথায় উধাও হতে চায়। কিন্তু তখন সেই সতেরো বছর আগে? না, তখন আকাশের কথা ভাবতাম না। শুধু নিজের কথা ভাবতাম। সেই আমার সতেরো বছরের সুন্দর অস্তিত্বের কথা, আশ্চর্য্য যৌবনের কথা। তখন এমন কেউ ছিল কি যে আমাকে একবার চেয়ে দেখে আবার ফিরে দেখেনি? শুধু ছেলেরাই নয়,—মেয়েরাও। মেয়েরাও ঈর্ষ্যা-জড়ানো চোখে আমার দিকে তাকাত। কিন্তু আমি কখনও গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠিনি। নিজের সম্বন্ধে আমার তেমন সচেতনতা ছিল না। (আয়নার দিকে তাকিয়ে) সেই সতেরো বছরের আমি আর এই চৌত্রিশ বছরের আমি—কি একই মানুষ? (আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে) তখন আমি একেবারে অন্যরকম ছিলাম। লোকে বলত আমার রঙে যেন গোলাপের আভা মেশানো। আজ হটাৎ কেন সেদিনের কথা এমনভাবে মনে পড়ছে? যেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি আমি, শুধু সেই ঘরে নয়—সেই সময়েও। বহুদিন পরে বাপের বাড়ীতে এসেছি বলেই কি? মাঝখানের এই বছরগুলি যেন হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছে। আমি যেন আমার সেই সতেরো বছর বয়সের আবেগে উজ্জ্বল স্বপ্নমাখা দিনগুলির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

(নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে) আমার এই হাত দুটো তখন কি চমৎকার দেখতে ছিল। আমি নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আমার হাতের দিকে চেয়ে থাকতাম,—অবাক লাগতো নিজেকে তখন আমার। একদিন সুজয় এসে কি সব অদ্ভুত কথা বলেছিলো—(অল্প হেসে) আশ্চর্য্য, সেদিনের কথা আজ এমন স্পষ্ট করে মনে পড়ছে কেন? সেদিনো এমনি বাড়ীতে কেউ ছিল না। পরীক্ষার পরে দীর্ঘ অবসর। দুপুর বেলা নভেল পড়তে পড়তে একটি নিটোল ঘুম

শেষ করে দেখি মা চলে গেছে মাসীর বাড়ীতে। তপুকে দেখতে আসার কথা ছিলো। আমিও যেতে চেয়েছিলাম। মা রাজী হয় নি। "থাক্ তোমাকে আর রূপ দেখাতে যেতে হবে না। আগে মেজদির কালো মেয়েটা পার হোক, তারপরে তোর ভাবনা ভাবা যাবে।" সত্যি, আমার বিয়ের কথা কেউ ভাবত না সবাই বলত ওমা এ মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা। আহা দেখতে ভালো হলেই যেন বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে হবে না? আমার ভারী রাগ হোত। চেষ্টা না করলে কি আর ভাল বর আকাশ থেকে পড়বে? তখনকার দিনে মেয়েরা সতেরো বছর বয়সে বিয়ের স্বপ্ন দেখতে ভাল বাসতো। এখনকার মেয়েরা কি বদলে গেছে? কে জানে? আমি অবশ্য শুধু বিয়ের স্বপ্ন নয় প্রেমের স্বপ্নও দেখতাম। আমি যেন সে যুগের কোন রূপকথার রাজকন্যা, কখনও সরোবরের তীরে বসে হংস মিথুনের খেলা দেখছি, কখনও প্রদীপ নিয়ে চলেছি অভিসারে। কার কাছে? কে সেই স্বপ্নলোকের প্রেমিক। তার নাম জানি না তবু তার আবির্ভাবের আশায় আমার সমস্ত সত্বা উৎসুক।

আমি মোক্ষদার হাত থেকে এক কাপ চা নিয়ে এই ঘরে এলাম। এই ঘরে এই জানলার পাশে দাঁড়িয়ে দিবাস্বপ্ন দেখতে আমার ভারী ভালো লাগত। এখানে দাঁড়িয়ে আমি আকাশ দেখতাম না।—দেখতাম আমার স্বপ্নমাখা রঙীন ভবিষ্যৎ। আজ কোথায় গেল সেই স্বপ্নগুলি? সেই আশ্চর্য্য সুন্দর ভবিষ্যৎ?

এই সতেরো বছরে সেই ভবিষ্যৎটা বাসি হয়ে পুরোনো হয়ে একেবারে অতীতে এসে ঠেকল নাকি? আজ কি আর ভবিষ্যৎ বলতে কিছু বাকি আছে আমার? সেই স্বপ্নগুলি আজ নতুন ভবিষ্যৎ বুকে নিয়ে নতুন মানুষের মূর্ত্তি ধরে আমার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আমার রূপা, রাজা রাকা, আমার সুমন আমার পিয়া! আমি কোনদিন এমন অদ্ভুত ভবিষ্যতের কথা তখন ভাবতে পারতাম কি,—যে আমি পাঁচটি সন্তানের জননী হয়ে ষষ্ঠটিকে গর্ভে নিয়ে সতেরো বছর পরে

এই জানলার ধারে এসে দাঁড়াব ? সবাই আমাকে দেখে হাসে। সত্যি আমাদের বাড়ীতে আর কারুই এরকম হয় নি। দাদার একটি ছেলে! ছোড়দা তো এখনোও পর্য্যন্ত বিয়েই করলো না। আমার মাসতুত পিসতুত খুড়তুতো ইত্যাদি যে যেখানে আছে কারুরই একটি দুটি কি বড়জোর তিনটির বেশী ছেলেমেয়ে নেই। সবাই আমার ছেলেমেয়েদের আঙ্গুল দিয়ে গোনে, আমার তখন মরতে ইচ্ছা হয়। সত্যি আমার ভীষণ রাগ হয়, না শুধু নিজের উপরে নয়, বিশ্বসংসারের সকলের উপরে। আমি তো আমার সন্তানদের প্রাণপণ করে মানুষ করেছি। আমি জানি একদিন আমার সন্তানদের জন্যে দেশ গৌরব বোধ করবে। আজ যারা আমাকে দেখে হাসছে, সেদিন তারা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাবে, সেই হবে আমার আশ্চর্য্য নতুন ভবিষ্যৎ। কে বলে আমার ভবিষ্যৎ নেই, —আমি পুরনো অতীত হয়ে গেছি ? আমার জন্যে নতুন জীবন নতুন আশার আলো নিয়ে প্রতীক্ষা করে আছে।
আমার রূপা ও রাজা দুজনেই ওদের ক্লাশে প্রথম হয়। রাকা পড়ায় একটু কম হলে কি হবে কি সুন্দর ছবি আঁকে। ওদের পৃথিবীতে এনে আমি ন্যায় করেছি কি অন্যায় করেছি কে তার জবাব দেবে ? (টেলী-ফোনের ঘণ্টা বাজে উর্মিলা ফোন ধরে।)
উঃ—হ্যালো ? কে সুমিতা ? সুমন পিয়া এখন তোর ওখানে বসে সন্দেশ খাচ্ছে ? খেলে আপত্তি নেই, যদি হজম করতে পারে। কি বললে ? বড়দের কেন আনি নি ? বাঃ ওদের ইস্কুল নেই বুঝি ? এখন সুমন, পিয়াকে নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচি। তোমরা সবাই মিলে ওদের আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে—কি, কি বললে ? হ্যাঁ শুধু সুমন পিয়া নয় সঙ্গে আরও একটি শিশু থাকবে। হ্যাঁ আমার শেষ সন্তান।
জানিস তো এবার সব সম্ভাবনা ঘুচিয়ে দেব। হ্যাঁ জানি ভালোই হবে। কি বললি ? আগে করলে আরও ভাল হোত ? না, তুই এ কথা বলিস না।—তুই আমার বন্ধু। আমার রূপা, রাজা, রকা, সুমন,

পিয়া কান্তকেই আমার জীবন থেকে বাদ দেবার কথা ভাবা যায় না। আজ যদি আমি না থাকি, ওরা আমার থেমে যাওয়া ভবিষ্যৎটাকে বারবার ওদের জীবনে নানাভাবে নতুন করে ফুটিয়ে তুলবে। আচ্ছা সুমিতা, আর তোমার সময় নেব না তুমি ছোড়দার সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে ব্যস্ত! কোথায় যাবে? প্রথমে ছোটদের মিউজিয়ামে? তারপরে অন্য যায়গায়? বেশ যাও, কিন্তু আমার ছোড়দাটিকে যদি এতদিনে বিয়ে করে ফেলতে তো সবচেয়ে ভালো হোত। কি বললে? মতে মেলে না? তা তো জানি,—কিন্তু মনে মনে যে গাঁট পড়েছে? কি বললি মন দিয়েছিস বলে মত দিবি না? রাজনীতি কি হৃদয় নীতির পথ আগলাতে পারে? (হাসতে হাসতে) জানি না সুমিতা আজকে আমার নিজেকে ভারী ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে যেন সেই সতেরো বছর বয়সের সহজ নির্ভার দিনগুলির মধ্যে ফিরে এসেছি। হাতে কোন কাজ নেই বলেই কি? কিম্বা, হয়ত বহুদিন পরে বাপের বাড়ীতে ফিরে এসেছি বলে, কি জানি কেন মনে হচ্ছে সময়ের এমন একটা বিন্দুতে এসে পৌঁছেছি, যেখান থেকে অতীত আর বর্ত্তমানকে একেবারে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। এই রকম অনুভূতির সঙ্গে মৃত্যুর বোধ হয় একটা সাদৃশ্য আছে। কি বলছ বার বার মৃত্যুর কথা বলছি কেন?—আর বলব না। তোমরা ঘুরে এস। ছোড়দাকে বোল, সুমন পিয়াকে নিয়ে যেন বেশী রাত না করে। ওদের ছেড়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না, আচ্ছা এসো (ফোন রেখে দেয়।) (গুণ গুণ করে গান) "আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া।"

উঃ—সত্যি সুমিতার কথা, ভাবলে আমার অবাক লাগে! আমারি মত একটি মেয়ে,—আমার ছোট বেলার বন্ধু! মতবাদের জন্য বিয়েই করতে পারছে না! আশ্চর্য্য! অথচ ছোড়দাকে ও সত্যি ভালবাসে। ও বলে ছোড়দার সংসার করতে রাজী আছে, পার্টি'তে যোগ দিতে নয়।— সুমিতা বলছিল আজকাল সুজয় নাকি ছোড়দার কাছে আবার খুব যাতায়াত শুরু করেছে। তবে ও নাকি একটা বুদ্ধির কাজ করে, সন্তোষ

সুমিতা দু'জনের পার্টি'তেই টাকা দেয়। বলে,—রাজনীতি নিয়ে বিচার করবার বুদ্ধি যখন ঘটে নেই, তখন নির্বিচারে দু-পক্ষকেই টাকা দেওয়া ভালো। ফলাফল হলে দু-পক্ষ থেকেই হবে! সুজয় নাকি আজকাল অনেক টাকা করেছে। রীতিমত একজন ধনী মানুষ, আশ্চর্য্য, সেই সুজয়! আমার সতেরো বছর বয়সের এক মনোহর নায়ক। দেখতে ছিল—যেমনি সতেজ উজ্জ্বল, মনটাও ছিল তেমনি হাসিখুসিতে ভরা। ঠিক যাকে টিপিক্যাল সুন্দর বলে তা হয়তো নয়, কিন্তু ও ঘরে ঢুকলে চারিদিকে যেন আলো জ্বলে উঠত। অন্তত আমার তাই মনে হোত। কি জানি আজ কেমন দেখতে হয়েছে। কি জানি আজ দেখলে হয়তো চিনতেই পারব না একদিন ছুটির দুপুরে এই ঘরে,—হ্যাঁ তখন এখানে একটা তক্তপোষে ফরাস পাতা থাকত, বৌদি এসে ঘরটার উন্নতি হয়েছে স্বীকার করতেই হবে। সুজয় তক্তাপোষে শুয়ে শুয়ে রেসের বই মুখস্থ করছিল, আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল—"ভাবছ কি মহারাণী: শীগ্‌গিরই একদিন দেখবে সুজয় বোসের তিনতিনটে মোটর গাড়ী সহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে! সেই কথা সত্যি হল! আশ্চর্য্য! আজ নাকি ওর অনেক গাড়ি, অনেক বাড়ী, অনেক সুখ. অনেক আরাম আর আমি? কোথায় পড়ে আছি,—অজস্র অভাবের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে ছেলেমেয়ে মানুষ করছি। সুজয়ের বৌ বীথি নাকি নানারকম গায়নাগাটি পরে সেজেগুজে বেড়ায়। তবু বউটার নাকি মনে সুখ নেই। মা বলছিলেন—সন্তান না থাকলে মেয়ে মানুষের শোভা খোলে না—যতই হীরে মতি অঙ্গে চড়াও (আয়নার সামনে এসে) হীরের গয়না পরলে কেমন দেখায় কে জানে? কিন্তু সন্তান? তারাই যে আমার গলার হার। যতই বিরক্ত হয়ে বকাবকি করি, খেটে খেটে মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে থাকে, ওদের চেয়ে কোন গয়না কি আমাকে বেশী সুখ দিতে পারত? মা এখনও সুজয়ের উপরে খুশী নন। তাই ওর সুখ দেখতে পান না, বলেন—টাকায় কি সুখ হয়? বউটা যে বাঁজা। মা সেই আগেকার কথা ধরে

আছেন। কেন ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? কেন কাউকে বিয়ে করতে চাওয়াটা এমন কি ভয়ানক অন্যায়?

(বাইরে ঘণ্টা বাজে। ঊর্মি দরজা খুলে দেয়। সুজয় ঢোকে। ঊর্মি চিনতে পারে না।)

সুজয়।। সন্তোষ কি আছে?

উঃ।। না, ছোড়দা বেরিয়ে গেছে।

সুজয়।। তাহলে আমি একটু অপেক্ষা করি?

উ।। করুন। (ভিতরে চলে যায়)

সুজয়।। ঊর্মিলা আমায় চিনতে পারল না। (আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে) আমি বোধ হয় ভয়ানক রকম বদলে গেছি। (নিজেকে inspect করে) সতেরো বছর আগে দেখতে নেহাত মন্দ ছিলাম না। অন্তত আমার নিজের তো তাই মনে হয়। আর আমার বন্ধুরা অনেকেই আজো সে কথা স্বীকার করে থাকে। সরু একজোড়া গোঁফ ছিল আমার। আমার মনে হোত ঐ গোঁফ দেখে অনেকেই মুগ্ধ হচ্ছে। এমন কি ঊর্মিও, শুধু মুখে কিছু বলে না। না ঊর্মি বিশেষ কিছু বলত না, শুধু হাসত। (একটু হেসে) যা বলতাম তাতেই সে হাসত প্রেমের কথা বললেও হাসত হাসির কথা বললেও হাসত। জোর করে ওর মনের কথা টেনে আনার দিকে আমার তেমন মন ছিল না। ওর হাসি দেখতে আমার ভারী ভালো লাগত। ভারী চমৎকার হাসি। ওরও যে আমাকে ভালো লাগত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাল লাগা আর ভালবাসা কি এক? যে ভালবাসার জন্য অনেক ত্যাগ করা যায়, অনেক কিছু গ্রহণ করা যায়, অনেক দুঃখ বরণ করা, অনেক অদ্ভুত আশ্চর্য্য সুখ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। তেমন করে আর কটা লোক ভাল বাসতে পারে। ঊর্মিকে দোষ দিয়ে কি হবে? আমি নিজেই কি ভালবেসে ছিলাম? তাহলে কি এত সহজে ছেড়ে দিতে পারতাম? সকলের সব আবদার অগ্রাহ্য করে ওকে নিয়ে চলে যেতে পারতাম না? ভালবাসা কথাটা শুনতে যত কোমল

মধুর, আসলে তত না। যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার! ওকে আয়ত্বে আনা সোজা নয়। আমি ঊর্মিকে বলেছিলাম, যদি তুমি সংযুক্তার মত আমার গালায় মালা দাও,—আমি পৃথ্বীরাজের মত তোমাকে হরণ করে নিয়ে যাব! শুনে ও বরাবর যা করত তাই করল,—অর্থাৎ হাসল। ও কি বিয়ের পরেও খালি হেসেছিল? কখনো কাঁদেনি? কখনও যন্ত্রনায় অস্থির হয় নি? কখনও অর্ধরাতে, কখনও স্বামী-সহবাসের সময়, কখনও সন্তানকে কোলে নিয়ে আমাকে মনে পড়ে ওর চোখে জল আসেনি? একবার কিন্তু ও কেঁদেছিল।

আমি ওকে বলেছিলাম আচ্ছা তাহলে অন্তত বছর খানেক অপেক্ষা কর,—আমার টু-সীটারটা কিনে নি। তারপরে একদিন শতাব্দীর রথে তুলে তোমাকে নিয়ে উধাও হয়ে যাব। শুনে ঊর্মি আবার হাসতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু এবারে ওর হাসিটা মলিন হয়ে বিষন্ন হয়ে ঠোঁটের কোনে লেগেছিল।—চোখের কোনেও জল উপচে পড়েছিল। ওর সেই মুর্ত্তিটা আজও আমার মনে খুব জোরালো দাগে আঁকা আছে, একটুও ফ্যাকাশে হয় নি। আমি সেদিন ওকে চুম্বন করে ছিলাম। ওর দুই পদ্মপলাশ চোখে, ওর অধরে অধর রেখে আমি যেন সুখের আবেগে মরে গিয়েছিলাম। আর আজ আমাকে ও চিনতে পারল না। সেদিন প্রথম ও আমার বুকে মাথা রেখে ছিলো। বুক থেকে মুখ তুলে নিয়ে বলেছিল—একী করলে সুজয়? আমি বল্লাম,—আমাকেও তো বাঁচতে হবে একটা কিছু অন্তত থাকলো আমার কাছে। আমার তখন বাইশ বছর বয়স আমি সেদিন ওর অধরের মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কই জীবন তো সেইখানে থেমে থাকেনি? না যত বড়, যত ব্যর্থ, যত সার্থক ঘটনাই ঘটুক জীবন তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। তারপরে কতমাস কতবছর চলে গেল ধুলো উড়িয়ে, (অল্প দুঃখের হাসি হেসে) বাইশ বছর বয়সের উপরে প্রলেপের পর প্রলেপ পড়তে লাগল। আজ তাকে আর চিনতে পারি না। আমার নিজেকেই যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি, কিন্তু ঊর্মিকে হারাই নি।—ও

এখন কি যেন, কেমন যেন, একটু বোধ হয় বয়স্কা দেখতে হয়েছে। আমি ওর সঙ্গে আজ কথা না বলে ফিরে যাব না। ওর এ ছবিটা কি সতেরো বছরের আগের ছবিকে মুছে দেবে নাকি? তা যদি হয় তবে জীবনে একটা মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। ওর সেই কনে সাজ পরা রাজেন্দ্রানীর মত রূপ আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। আমাকে ওরা নেমন্তন্ন করেছিল। আমি যেতে পারি নি। আমি পরদিন আমাদের বাড়ীর বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম ওরা দুজনে গাড়িতে উঠেছিল জোড়ে। ওর বরকেও দেখতে চমৎকার। না, ঊর্মি আমাদের বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখেনি। ও বোধ হয় আমার কাছ থেকে মনকে সরিয়ে নিচ্ছিল। ওর স্বামীর উপরে সেদিন আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে দূর করে ওখান থেকে ঠেলে সরিয়ে দিই। ও কেন দেখতে ভাল হোল? ও যদি কালো কুৎসিত হোত, তাহলে হয়ত ঊর্মি আমাকে আরও কিছুদিন মনে রাখতে পারত।

ভদ্রলোককে সন্তোষও একেবারেই পছন্দ করে না। বলে অধ্যাপক স্বামী হওয়ায় ওরা ভেবেছিল, ঊর্মি শুধু বি.এ. পাশ করবে না এম.এ. পড়বারও সুযোগ পাবে। তা সে সব তো কিছুই হল না, এখন এই নারী মুক্তির দিনে ঊর্মিকে কিনা খালি সন্তান পালন করেই দিন কাটাতে হচ্ছে। ঊর্মি নিজে এ সম্বন্ধে কি ভাবে কে জানে। কে জানে ওর দিন কেমনভাবে কাটে। আমার এত টাকা, অথচ ওকে কিছুই দেবার অধিকার নেই। মাঝখানে ওকে আমার মনে পড়ে নি অনেকদিন। তারপর আবার কিছুদিন হল ওকে কেবল মনে পড়ছে। যবে থেকে শুনেছি ওর পাঁচটি ছেলেমেয়ে, তবে থেকেই আমার মনটা আরও আকুল হয়ে উঠেছে। কেবল মনে হচ্ছে একি অদৃষ্টের পরিহাস। যারা আমার হতে পারত, তারা আজ অন্যের। সন্তানদের নিয়ে নিশ্চয়ই ঊর্মির অনেক সাধ অপূর্ণ রয়ে গেছে। আর আমি এখনও কোন সন্তানের পিতা হতে পারলাম না।

সেই কথাই উর্মি'র স্বামীকে লিখেছিলাম। ভদ্রলোকের চিঠি পড়ে বেশ প্র্যাকটিক্যাল বলেই মনে হোল। প্র্যাকটিকাল হাওয়াই ভালো। বেশী আইডিয়াল থাকলে হয়তো আমি এগোতেই পারতাম না। ভদ্রলোকের যে বাজে সেন্টিমেন্টের বালাই নেই এটা ভালো (অল্প হেসে) তবু ঠিক উর্মীর স্বামী বলে মনে করতে কেমন যেন লাগে। উর্মির জন্যে তখন তো আমার নিজেকেও পছন্দ হোত না। কতবার ভেবেছি আমি যদি আর একটু উপযুক্ত হতাম জোর করে নিজের দাবী জানাতে দ্বিধা করতাম না। ইদানীং অবশ্য আমি ভাবতাম উর্মির সঙ্গে ছোটবেলার সেই ভালবাসার খেলা বহুদিন হল চুকেবুকে গেছে। আমার জীবনে প্রথম যুগের সেই মাধুর্য্য মাখা দিনগুলির কোন রেশ আজ আর কোথাও বাকী নেই। কিন্তু হঠাৎ আবার ওর সম্বন্ধে কথা ওঠায় আমার মনের মধ্যে কি যেন আকুল হয়ে উঠেছে। ওর সঙ্গে যে এমন একটা অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে এ কথা কে ভেবেছিলো। তাইতো ওকে একবার দেখতে এসেছিলাম। সন্তোষের খোঁজতো একটা অছিলা মাত্র। কিন্তু আজকের উর্মি'র মধ্যে সেদিনের সেই কিশোরী উর্মি'কে খুজে পাওয়া যাবে কি? সে কি কোথাও আছে? কে জানে হয়ত আছে যেমন করে ফুলের রূপ লুকিয়ে থাকে ফলের রসে।

উর্মি যখন চলে গেল ভেবেছিলাম দুঃখে আমি একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ব। জীবন আমার ছারখার হয়ে যাবে। পরদিন সেই রকমই মন নিয়ে বসেছিলাম। কে যেন খেতে ডাকল। কিন্তু খাবার আমার গলা দিয়ে নামল না। বুকের মধ্যে থেকে কি যেন দলা পাকিয়ে উঠতে লাগল। পুরুষ মানুষ কি কাঁদে? কিন্তু আমার তখন মাত্র বাইশ বছর বয়স, আমি খাবার ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম,—পাছে চোখে জল আসে,—পাছে কেউ দেখে ফেলে। ছোট ছেলের হাত থেকে তার প্রিয় খেলনাটা কেড়ে নিলে তার যা অবস্থা হয়, আমার অবস্থা তার চেয়ে ভাল ছিল না। হাতের মধ্যে

মাথা গুঁজে আমার কোনের ঘরে চুপচাপ পড়ে ছিলাম। এমন সময় বিনয় এলো। এসে লাফালাফি করতে লাগল—আজ শনিবার তবু এমন বিরহী যক্ষ সেজে বসে আছিস কেন? কিন্তু আমার কাছে তখন রেস খেলা, টাকা করা, ধনী হওয়া সমস্তই অর্থহীন মনে হচ্ছিল। উর্মির জন্যে যদি না হয় তবে আর কার জন্যে কিসের জন্যে টাকার কথা ভাবব? বিনয় শুনল না। ওর সঙ্গে মাঠে গেলাম ভারী মন নিয়ে। সেইদিনই একলাখ টাকা পেলাম।

একদিকে সব হারানো অন্যদিকে এতখানি পাওয়া তখন সব থেকে কষ্ট হচ্ছিল, এই টাকার কথা নিয়ে উর্মির কাছে বাহাদুরি করতে পারলাম না। এই বাজী জেতা নিয়ে দুজনে কত হাসাহাসি হৈ হৈ করতে পারতাম। তাছাড়া বিয়ে করবার মত সঙ্গতিও তো হোত। টাকার খবরে উমির বাবার মনের নীচেকার কোন কোণায় একটু কি অনুতাপের জ্বালা ধরেছিলো? কি জানি? তা অবশ্য বোঝা গেল না উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন আমাকে সমানে অবহেলা দেখিয়ে গেছেন। (হেসে) কিন্তু চেনাশোনা আর সকলের কাছেই আমি একলাফে খ্যাতিমান হয়ে উঠলাম। সে খ্যাতি আমি আর নামতে দিলাম না। একটার পর একটা ব্যবসা ফেঁদে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে চললাম। ক্রমশ উর্মি আমার মন থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল। মনোহারিণী ব্যবসা এসে তার স্থানটি দখল করে দাঁড়ালো। (হাহা করে হেসে) সেই রৌপ্যবর্ণা সুন্দরীর হাত ধরে আমি সিঁড়ির উঁচু ধাপগুলিতে উঠতে লাগলাম। এক, দুই, তিন, চার (এক এক করে পা ফেলে) দেখতে দেখতে অনেক ধাপ পেরিয়ে উঠলাম। আরও কত উঠতে হবে? পারব কি? একবার উঠতে আরম্ভ করলে ওঠার আর শেষ নেই। হয় উঠেই যাও নয় ধপ করে পড়, একেবারে সেই ছোট বেলার Snakes & ladder খেলার মত! যেই যত কেরামতি দেখাক আসলে প্রত্যেকেই ওই ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল। অন্তত আমার তাই মনে হয়। এই আমার কথাই ধরা যাক না, ভাগ্য আমার

পকেটে টাকা ঢেলেছে বটে কিন্তু সুখ ঢালতে পেরেছে কি? পারে নি। Bank accounts বা currency note নিঙড়ে নিঙড়ে এক ফোঁটা রস কেউ বার করতে পারবে কি? টাকা আছে কিন্তু খরচ করবার তেমন তো পথ দেখতে পাই না। আমি আবার মদ, মেয়ে মানুষ, এইসব নিয়ে টাকা খরচ করতে ভালবাসি না, তা হলে হয়তো খানিকটা বিকৃত ধরণের কুৎসিত সুখ পেতে পারতাম। উর্মি'র মত না হলেও আমার স্ত্রী দেখতে ভালোই। আমি তাকে অজস্র দামী দামী শাড়ি গয়না দিয়েছি। কিন্তু সেই এক কথা,—সুখ দিতে পারিনি। বীথি কেবল কেঁদেই সারা হয়। উর্মি' যেমন হাসত, ও তেমনি কাঁদে আমি ওর কান্না সইতে পারি না। কিন্তু ও কাঁদবেই—ওযে সন্তান চায়, নিজের দেহ থেকে উদ্ভূত আর একটা দেহ, আর একটা মন,—উজ্বল সুন্দর একটি নবীন মানুষ—যার জন্যে নদীর স্রোতের মত ও টাকার ঝর্ণা বইয়ে দিতে পারবে। যার জন্য খরচ করে টাকা সার্থক হবে কিন্তু তেমন একটি মানুষ ও সৃষ্টি করতে পাবে নি। আমি ওকে অনেক সৌখীন জিনিষ-টিনিষ দিয়েছি, – কিন্তু সন্তান দিতে পারিনি। দোষ অবশ্য আমাব নয়, – ওরই। তবু সে কথা আমি ওকে বলতে পারি নি। আমি যে ওকেও ভালবাসি। উর্মিকে ভালবেসে ছিলাম বলে বিথীকে ভালোবাসতে পারব না আমার মন এত দরিদ্র নয়। তাই সেই কথাটা ওকে কিছুতেই বলতে পারি নি। সন্তান কামিনী কোন নারীকে কি মুখের ওপর বলা যায়, তোমার সন্তান হবার কোন আশা নেই,—ডাক্তারী মতে তুমি বন্ধ্যা। না এ কথা বলা যায় না। তাই যতবার ও ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেছে, বল না গো,—ডাক্তার কি বলেছে? ততবারই আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বলেছি ডাক্তার বলেছে ধৈর্য্য ধরতে,—না হবার কোন কারণ নেই।

একবার আমি ওকে বলেছিলাম, আচ্ছা একটা কাজ করলে কি হয়, একটা ছেলের বদলে যদি আমরা দশটা পঁচিশটা, কি পঞ্চাশটা ছেলের মা বাপ হই। পথে পথে দেখছো তো নিষ্পাপ শিশুরা ধুলোয় গড়াচ্ছে।

ও তো শুধু রাস্তার ধুলো নয়,—মানুষের মনে যত আবর্জনা, সমাজের যত জমে ওঠা নোংরামির ধুলো। ভালোভাবে বাঁচতে পারলে,— তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো মানুষের মত মানুষ হতে পারত, তারা বিনা দোষে অমানুষ হয়ে উঠেছে। এস না আমরা দুজনে মিলে একটা বড় কিছু গড়ে তুলি। না, না, আমরা নয়—তুমি একাই কর। সেই প্রতিষ্ঠানই হোক তোমার সন্তান। আর আমি প্রাণপণ করে তার জন্য টাকা তৈরী করি। নইলে টাকা দিয়ে করব কি বল? এ যে ক্রমশ একটা মস্ত বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু না, না, বিথীর সেই ক্ষমতা নেই, নেই সেই মনও। তাই ও নিজের সন্তান চায়। পুষ্যি নিতে হলেও কোন পথের শিশুকে ও নেবে না,—গরীব হয় তো হোক ও কোন বড় ঘরাণার সন্তান চায়।

সেই জন্য উর্মির কথা শুনে অবধিও ক্ষেপে উঠেছে,—বলছে, তোমাদের যখন বাল্য প্রণয় ছিল তখন নিশ্চয় ও রাজী হবে। মার্কেটে সেদিন সুমন পিয়াকে দেখে অস্থির হয়ে উঠল। পিয়াকে কোল থেকে কিছুতে নামাবে না। তপেশদার বৌ দেখলাম ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করছে না। বার বার তপেশদাকে তাগদা দিতে লাগল, দেরী হয়ে যাচ্ছে, উর্মি রাগ করবে। আসলে মেয়েরা যতই অধুনিকা হোক ভিতরে ভিতরে কুসংস্কার যেতে চায় না। বোধ হয় বন্ধ্যা নারীর স্নেহকে পুত্রবতীরা সন্দেহের চোখে দেখে।

বীথির জন্যে আমার মন কেমন করে। ও নিজেও তো কম কুসংস্কারী নয়। ও ভেবে রেখেছে উর্মির যখন অনেক অভাব আর অনেকগুলি ছেলেমেয়েও, তাদের মধ্যে একটিকে দান করে অভাব মেটাবার সুযোগ কেন নেবে না? ও মনে করে অভাব দূর করার জন্যে মানুষ সব করতে পারে। ও বুঝতে পারে না অভাবের মধ্যেও মানুষের এমন কতগুলি সুখ থাকতে পারে চরম ধনের মধ্যেও অনেক সময় যার দেখা পাওয়া যায় না।

আজকাল উর্মির কথা আমার সব সময় মনে পড়ে। কেবল মনে হয় যদি

আমার অর্থের কিছু ভাগ ওকে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন এই নূতন কথাটা ওঠায় মনে হচ্ছে, হয়তো সম্ভব হতেও পারে। ঊর্মির স্বামী রাজী হয়েছে কিন্তু ঊর্মি রাজী হবে কি? যদি হয়, যদি ঊর্মির সন্তান আমার সন্তান হয়,—সে কি আশ্চর্য্য অদ্ভুত একটা ব্যাপার হবে। ঊর্মি যদি একদিনে রাজী না হয়, আমি বার বার আসব, আমি কেন ওকে যেতে দিলাম। কেন ওর সঙ্গে কথা না বলে, বসে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলছি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমি (ভিতরে যেতে গিয়ে) নাঃ—আমি (বাইরে গিয়ে কলিং বেলটা টিপে দেয় ঘণ্টা বেজে ওঠে) ঊর্মি বেরিয়ে আসে।

ঊর্মি ॥ কে? কে এল?

সুজয় ॥ আমিই আবার ঘণ্টা দিলাম।

ঊর্মি ॥ (অপ্রস্তুত ভাবে) ও, আপনি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন? ছোড়দার বোধ হয় দেরী হবে। দু-তিন যায়গায় যাবে।

সুজয় ॥ ঊর্মি আমাকে চিনতে পারলে না?

ঊর্মি ॥ (ভুরু কুচকে চিনি চিনি করে) হ্যাঁ নিশ্চয় কিন্তু, আঃ ঠিক—

সুজয় ॥ আমি সুজয়।

ঊর্মি ॥ (অবাক হয়ে) সুজয়, সুজয়, ও সুজয় বোস!

সুজয় ॥ না শুধু সুজয়।

ঊর্মি ॥ সুজয়—হা-হা-হা-হা।

সুজয় ॥ (বিব্রত, অথচ একটু মুগ্ধভাবে) হাসলে যে?

ঊর্মি ॥ এই একটু আগেই তোমার কথা ভাবছিলাম। আর অমনি তুমি এলে আশ্চর্য নয়?

সুজয় ॥ আমার কথা ভাবছিলে? আমি তো জানতাম তোমরা আমাকে একেবারে ভুলে গেছ।

ঊর্মি ॥ তোমরা মানে?

সুজয় ॥ ওটা গৌরবে বহুবচন (মৃদু হাসি)।

ঊর্মি ॥ গৌরবে বহুরচন?

সুজয় ॥ হ্যাঁ তোমার গৌরব করব না তো কার করব ? আসলে তোমরা অর্থাৎ তুমি। আমি জানতাম,—মানে আমাকে তাই বোঝান হয়েছিল যে তোমার মনের কোন কোনায় আর আমার স্থান নেই। তোমার দেহমন সবটা জুড়ে বিরাজ করছেন তোমার মহিমন্বিত স্বামী ! সত্যি কিনা বল ?

ঊর্মি ॥ আমার স্বামীর উপরে এখন দেখছি তোমার জেলাসি আছে, এতদিন পরেও ? এই বয়সেও ?

সুজয় ॥ [হাসতে হাসতে] আঃ আবার বয়স নিয়ে টানাটানি কেন ? চল্লিশ পেরোলেই কি প্রেমও হারিয়ে যায় ? ভালোবাসার কি বয়স আছে নাকি ? ওকে কি ওই ষোলো থেকে সাতাশে মধ্যে আটকে রাখতে হবে ?

ঊর্মি ॥ কি জানি।

সুজয় ॥ আমি জানি বয়সের ভারে আর যাই জীর্ণ হোক, ভালোবাসা হয় না। আমি তো চল্লিশ ছুঁয়েছি তবু—

ঊর্মি ॥ তুমি কি আজও আমাকে সেই রকমই—

সুজয় ॥ সেই রকমই কিনা জানি না তবু তোমাকে দেখে আমার বুক ভবে উঠেছে। আমার, আমার খুব ভাল লাগছে।

ঊর্মি ॥ কিন্তু আমি তো আর সে ঊর্মি নেই। আমি যে অনেক অনেক বদলে গেছি।

সুজয় ॥ তা সত্বেও।

ঊর্মি ॥ [সুজয়কে inspet করে] তুমিও তো অনেক বদলে গেছে তবু

সুজয় ॥ তবু কি ?

ঊর্মি ॥ তবু [একটু হেসে] তোমাকে চিনতে পেরে আমারো বোধ হয় ভালই লাগল,—তাই হেসে উঠলাম। আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম। কেন তা জানি না। অনেক বার তো এসেছি আগেও, তখন তো মনে পড়েনি। ভুলেই তো যেন গিয়েছিলাম।

সুজয় ।। হয়তো ভোলো নি, হয়তো, এমন অনেক কথা আছে যা ভোলা যায় না,—যা মনের ভিতরে অনেক গভীরে একেবারে তার মুলের মধ্যে প্রবেশ করে,—যা বলতে পারে আমার যা সবচেয়ে সুন্দর—তাই তোমাকে দিলাম ।

ঊর্মি ।। (আবৃত্তি করে মৃদু স্বরে)

"ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর
দিয়েছো যে দোলা ।"

কিন্তু, (হেসে ওঠে) এসব আমি কি বলছি ? তোমার সঙ্গে প্রেমের কথা নাকি ? কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে নিজের উপরে (হাসি) ।

সুজয় ।। আঃ ঊর্মি কতদিন পবে বার বার তোমার হাসি শুনলাম ।

ঊঃ ।। (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ কতদিন পরে অকারণে এমন হেসে উঠলাম ।

সুজয় ।। কতদিন পরে মনে আছে ?

ঊর্মি ।। সতেরো বছর পরে ।

সুজয় ।। সতেরো বছর ? গুণে রেখেছো ?

ঊর্মি ।। নিশ্চয় সতেরো বছর একমাস সতেরো দিন (হাসি) ।

সুজয় ।। ঠাট্টা ?

ঊর্মি ।। হয়ত নয়, হয়ত ঐ রকমই কিছু একটা হবে,—এই ঘরেই তো, এই জানলার কাছে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে—

সুজয় ।। একটা বই হাতে নিয়ে পড়বার ভান করছিলাম কখন তুমি আসবে বলে ।

ঊঃ ।। আমি এসে তোমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম ।

সুজয় ।। আর সেই প্রথম তোমাকে দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম । সেদিন প্রথম তুমি আমার বই ধরা হাতের উপরে অনায়াসে তোমার হাত রাখলে,—আর আমার বুকের ভিতরটা হটাৎ শুকিয়ে উঠল । আমি শুকনো গলায় বললাম,—কি ? তুমি বললে, "বিদায় নিতে এসেছি ।"

ঊর্মি ।। হ্যাঁ তারপরে—

সুজয় ।। তারপরে তুমি সেই কবিতাটা থেকে দু লাইন আবৃত্তি করলে।

ঊর্মি ।। (মৃদু হেসে পরিহাসের ভান করে) খুব রোমান্টিক, নয় ?

সুজয় ।। হ্যাঁ (হাসির জবাবে মৃদু হেসে) তুমি খুব আবৃত্তি করতে পারতে, আমার আবার ওসব তেমন আসতো না। কাঠ-খোট্টা মানুষ। তবু তুমি চলে যাবার পর সেই কবিতাটা যে কতবার পড়েছি তার ঠিক নেই। দিনগুলি ঠাসা থাকত কাজে। রাতগুলি শূন্য হয়ে আমার চারিদিকে ঘুরপাক খেতো। তখন উঠে আলো জ্বেলে তোমার সেই কবিতাটা বার বার পড়তাম মনটা কেমন করে উঠত। সুরটা ভালো লাগত কিন্তু ঠিক মানেটা মনে বাজত না।

ঊর্মি ।। কোন্ কবিতাটা বলোতো।

সুজয় ।। ভুলে গেছ ?

ঊর্মি ।। ঠিক মনে পড়ছে না।

সুজয় ।। আমার মনে আছে। কারণ ওটা তখন অনেকবার পড়েছি। তুমি বলেছিলে.—

"অপরিবর্ত্তনের অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে
পরিবর্ত্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
—হে বন্ধু বিদায়।"

ঊর্মি ।। মনে আছে তো তোমার! শেষের কবিতার শেষ কবিতা।

সুজয় ।। এতদিন যার সঙ্গে অভিনয় করেছিলে, বিদায় দিয়েই কি তার কথা ভুলে গেলে ?

ঊর্মি ।। সে কি অভিনয় ছিল ? কি জানি জীবন ভোর হয়ত শুধু অভিনয়ই করে গেলাম। নানা জনের সঙ্গে নানা ধরণের অভিনয়। কখনও সখি, কখনও প্রিয়া, কখনও মা, ভাল-বাসার নানা প্রকাশ। অথচ আমার মনে হয় কি জানো ?

সুজয় ।। কি ?

ঊর্মি ॥ আমার মনে হয় সবটাই ভালোবাসা। আমার রুপা, রাজা, রাকা, আমার সুমন, আমার পিয়া প্রত্যেকের জন্যে যেমন আলাদা দুধের বাটি। আমার ভালোবাসা ওদের খাদ্য ওদের তাতে বড় প্রয়োজন।

সুজয় ॥ (ওর চোখে চোখ রেখে) আর তোমার স্বামী।

ঊর্মি ॥ (উদাস ভাবে) তাকেও তো ভালোবাসি (এবারে ওর দিকে intently তাকিয়ে) হ্যাঁ তাঁকেও ভালোবাসি বই কি। তার জন্যেও তো সারাদিন এটা সেটা মনে করে কত কি করছি। যা যা তার দরকার সব আমার মুখস্ত।

সুজয় ॥ আর যা দরকার নেই।

ঊর্মি ॥ যা দরকার নেই এমন কিছুর কথা আজ আর আমার মনে পড়ে না।

সুজয় ॥ তাহলে তুমি বলতে চাও ভালোবাসা একটা দরকারী জিনিস

ঊর্মি ॥ হ্যাঁ দরকারী গো। বড্ড দরকারী—ভালোবাসা না থাকলে তো এ সব কিছুই করতে পারতাম না। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোন কালে হয় সন্ন্যাস নিতাম নয়—

সুজয় ॥ নয় কি ?

ঊর্মি ॥ নয় চট করে সিনেমায় নেমে পড়তাম (হাসি)

সুজয় ॥ [হাসতে হাসতে] উঃ তোমার হাসি শুনে বাঁচলাম। হঠাৎ বড় বেশী সীরিয়াস হয়ে যাচ্ছিলে, আচ্ছা সত্যি কথা বলোতো। দরকার ছাড়া আর কিছু তোমার মনে হয় না ? কোন অদরকারী ভালোবাসার কথা।—যা শুধু বসন্ত বাতাসের মত মুখের শিহরণ জাগায় যা কাঁচের টুকরোর মধ্যে দিয়ে ভেঙে যাওয়া আলোর মত রামধনু রঙ ছড়ায়— যা শুধু হাসি শুধু খেলা, শুধু ভেসে যাবার সুখ যা কোন প্রয়োজনকে কেয়ার করে না। —যা শুধু···

ঊর্মি ॥ তেমন একটা আশ্চর্য্য সুন্দর প্রেম আমার জীবনেও

এসেছিলো তখন তাকে বুঝতে পারিনি—তারপরে তাকে হারিয়ে ফেলে ছিলাম। তার কথা একেবারেই যেন ভুলে গিয়েছিলাম। আজ এই মুহুর্ত্তে তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—আমি কোন দিক থেকেই বঞ্চিত হয় নি।

সুজয় ॥ তোমার মাতৃত্ব আর তোমার প্রেম দুটোর মধ্যে কোনটা বেশী ভারী ?

ঊর্মি ॥ একি আবার বলতে হবে ? ফুল বড় সুন্দর বড় মনোহর তবু ফুলের চেয়ে ফল যে বেশী ভারী কে না সে কথা জানে।

সুজয় ॥ (ওর দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে) ঊর্মি এইবারে তুমি কিন্তু একেবারে গতানুগতিক কথা বলছ।

ঊর্মি ॥ গতানুগতিক মেয়েই যে আমি। দেখছ না আমার জীবন।

সুজয় ॥ ঠিক উল্‌টো। আজকের দিনে যে মেয়ে পাঁচ ছেলের মা হবার সাহস রাখে সে গতানুগতিক নয়।

ঊর্মি ॥ সুজয় তোমার কথা শুনে আমার মন কেমন করছে, আমাকে কেউ এমন করে বলেনি। সবাই আমাকে দেখে হাসে। আমার মা যখন ভগবানের দোহাই দেন, তখন বৌদির মত স্নেহ প্রবণ মেয়েকে দেখেছি মুখ টিপে হাসতে। কিন্তু তোমার কথা ভুল সুজয়। সাহস দেখাবার জন্য নয়। খেয়াল করিনি বলেই আমি বার বার মা হয়েছি। কিন্তু তারপর থেকে আমার একমাত্র কাজ হয়েছে আমার সন্তানদের মানুষ করে তোলা। আমি তো দেখছি সুজয়। মানুষ কিভাবে মানুষ হচ্ছে। কোথায় জন্মাচ্ছে। আমার দ্বিতীয় সন্তান হওয়া পর্যন্ত আমি ওদের মধ্যে কাজ করেছি। ডিস্ট্রিক্টম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর মহিলা সমিতিতে যোগ দিয়েছি—দেখেছি এমন সব বস্তি আছে—যেখানে দিনে এক-কোঁটা আলো ঢোকে না।

সুজয় ॥ কিছুই একেবারে পুরোপুরি অন্ধকার হতে পারে না ঊর্মি।

ওদের মনে হয়তো বিশ্বাস আছে। আছে বাঁচবার আশা।

উর্মি ॥ আশা না সুজয়। আশার কথা বাদ দাও। হতাশাও বোধ হয় সেখানে ঢুকতে পারে না। সেখানে শুধু দুর্দশা—দারিদ্র্যে সেখানে প্রেম তো দূরের কথা মাতৃত্বের স্নেহকে পর্য্যন্ত শুকনো ধুলোর মত কোথায় যে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক নেই। সেইখানে দেখেছি দশ ফুট ঘরের মধ্যে দশটি সন্তান নিয়ে মা বাপ থাকছে—কই সমিতি তো বিশেষ কিছু করতে পারল না। ওদের পরিকল্পনাকেন্দ্রের ঠিকানা দেওয়া হল। কিন্তু ওদেব সেখানে যাবার মত না ছিল অধ্যাবসায় না ছিল ইচ্ছা। আমি তখন ভেবেছিলাম আমি ওদের মধ্যে কাজ করব। ওদের মধ্যে চেতনা আনব। পরিকল্পনাকে ওখানে প্রতিষ্ঠিত করব। মানুষের মত বাঁচার শিক্ষা ওদের দেব। বাড়ি এসে আমার স্বামীকে কতবার যে বলেছি এ কথা। উনি শুনে হাসতেন 'বেশ তো কর না যদি পার' আমি পারিনি, তারপরে তো নিজেই জড়িয়ে পড়লাম। এখন ভাবছি যারা এসেছে তাদের মনে মন দিয়ে অতি চমৎকার করে গড়ে তুলব। কি জানি হয়তো তাও পারব না। হয়তো কিছুই হবে না—সব জায়গাতেই হেরে যাব। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে। (সুজয় ওর কাছে সরে এসেছিল অনেকক্ষণ এখন ওর মাথায় হাত রাখতে যায়।)

সুজয় ॥ (অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়। একটু পরে ধরা গলায় বলে) উর্মি আমি তোমাকে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি। চিরকাল শুধু হাসতেই দেখেছি।
আশ্চর্য্য। কাঁদলেও তোমাকে এত ভালো দেখায়।

উর্মি ॥ (অল্প হেসে চোখে জল নিয়ে) ধৎ চিরকালই তুমি এইরকম বক বক কর দেখেছি।

সুজয় ।। উর্মি ।

উর্মি ।। কি বল ?

সুজয় ।। উর্মি'র হাতটা ধরতে গিয়ে । তোমার হাতটা আর একবার ছুঁয়ে দেখতে দেবে ?

উর্মি ।। ধৎ (হাসতে হাসতে) মাথা খারাপ নাকি ! (একটু ভুরু কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করে)
আচ্ছা ঠিক এই ধরণের কথা কবে যেন তুমিই বলেছিলে না ?

সুজয় ।। (হাসতে হাসতে) মনে পড়েছে । এ কথাটা বলেই প্রথম তোমার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করে ছিলাম ।

উর্মি ।। হ্যাঁ. মনে পড়েছে সেদিনও এমনি বাড়িতে কেউ ছিল না । আমি এক কাপ চা হাতে করে আসছিলাম নিরিবিলি বসে একটু সিপ্ করতে করতে আমার ভাবনা ছড়িয়ে দিতে । এই জানলা দিয়ে হয়তো উড়ে যেত আমার কল্পনা ।

সুজয় ।। এসে দেখলে সেই কাপটা আমি নেব বলে বসে আছি ।

উর্মি ।। হ্যাঁ । এখন পরিষ্কার সব মনে পড়ছে । মশায় আমাকে দেখেই চমকে হাত বাড়িয়ে বললে ধন্যবাদ মহারাণী ভিক্টোরিয়া মেঘ না চাইতেই একেবারে ভরা কাপ চা ।

সুজয় ।। তুমি বলেছিলে (পুরোণো সুখের স্মৃতি রোমন্থনের ভঙ্গীতে) মোটেই তোমার জন্যে আনিনি, সেই প্রথম আমাকে তুমি বলেছিলে ।

উর্মি ।। চায়ের কাপটা তোমার হাতে দিতে গিয়ে একটু চা চলকে আমার হাতে পড়ল । আমি আঁচল দিয়ে সেটা মুছতে গিয়ে দেখি তুমি কি রকম অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে

সুজয় ।। (ওর দিকে মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে) তুমি অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে বললে,— কি হল ?

উর্মি ।। (প্রায় ফিস ফিস করে) আর তুমি অদ্ভুত নরম গলায় আমাকে

বললে—উর্মিলা, তোমার হাতটা একটু আমায় ছুঁয়ে দেখতে দেবে। আমি অবাক হয়ে বল্লাম, কেন ?

সুজয় ।। আমি বললাম শুনেছি রূপ কথার রাজকন্যাদের চাঁপার কলির মত আঙ্গুল।' তোমার হাত দেখে সেই উপমাটা মনে পড়ছে।

উর্মি ।। বলতে বলতে তুমি আমার হাতটা তোমার নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলে ।

সুজয় ।। (ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল)
আর তক্ষুনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল। তোমার বোধ হয় মনে নেই কারণ আমি তোমাকে বলিনি ।

উর্মি ।। কি কাণ্ড ?

সুজয় ।। ঠিক তক্ষুনি আধ ভেজানো সার্সির ভিতর দিয়ে কোটি যোজন দূর থেকে সেদিনের সেই বিদায়ী সূর্য্যটা তোমার হাতের উপর নানা রঙের আল্পনা আঁকতে লাগল।

উর্মি ।। আসলে দেখছি, ভিতরে ভিতরে তুমিও একজন কবি ।

সুজয় ।। আমার কিন্তু তখন একটু ভয় করছিল, যদি তুমি কিছু ভাবো তবু কিন্তু তোমার হাতটা ছাড়তে পারছিলাম না।

উর্মি ।। হ্যাঁ তুমি ছোড়দার বন্ধু হরদম আসছ। হরদম চা খাচ্ছ তারই মত চেঁচামেচি করে আমাকে খেপাচ্ছ হঠাৎ তোমাকে এরকম রোমান্টিক ভাবে কথা বলতে দেখে আমি অবাক হয়ে বললাম সুজয় দা !

সুজয় ।। আমি তাড়াতাড়ি তোমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললাম "দেখলে তো কেমন নায়কের পার্টে অভিনয় করলাম।" সে আজ কতদিন হোল অথচ মনে হয় যেন এই তো সেদিন, আশ্চর্য্য ! স্মৃতির কোন বয়স নেই না ? সময় সেখানে ফেলে না তার ময়লা পায়ের ছাপ। স্মৃতির মন্দিরে সবই চির নবীন।

উর্মি ।। সত্যি সুজয় তুমি আজকাল কি সুন্দর কথা বল। এতদিনে তুমি বোধ হয় সত্যি ভালোবেসেছো ।

সুজয় ।। (ওর চোখের দিকে চেয়ে) তাই নাকি ? কাকে ?

উর্মি ।। কাকে আবার। নিশ্চয় তোমার বউকে। কি যেন নাম তার ?

সুজয় ।। বীথি।

উর্মি ।। ভারী সুন্দর নাম ।

সুজয় ।। কিন্তু দেখতে সে বেচারী তোমার মত সুন্দর নয় ।

উর্মি ।। শুনেছি খুব সুন্দর সাজতে পারে। আজকাল সাজেই মানুষ সুন্দর হয়। নাক মুখের পরিমাপে সুন্দর হয় না।

সুজয় ।। তুমিও তো একদিন ভাল সাজতে (ওর দিকে চোখ বুলিয়ে) আজকাল দেখছি একেবারেই সাজ না।

উর্মি ।। কি করে সাজব বল ? সাজের সরঞ্জাম (হাসতে হাসতে) সেই প্রথম প্রথম কয়েকবার তত্বে টত্বে উপহার পেয়ে ছিলাম তাতেই কয়েক বছর কেটে গেল। তারপর আর সাজের কথা মনে রইল না। সংসার আমার চারদিকে নানারকম সাজে ঘুরতে লাগল।

তাছাড়া গয়নাগাটি যা ছিল তাও এই সেদিন বেঁচে এলাম operation-এর খরচ মেটাব বলে। ওটা আর দাদাদের ঘাড়ে ফেলতে পারলাম না। জানি দাদারা আমাকে কিছুতেই খুব সস্তা যায়গায় যেতে দেবে না, আজকের দিনে সোনার গয়না নাম দিয়ে কয়েক হাজার টাকা সিন্দুকে পুরে রেখে লাভ কি। শুধু এই গলার হারটা আছে। ছেলের মাকে পারতে হয় বলে ওটা আর খুলিনি (হাসতে হাসতে) আর রেখে দিয়েছি আমার ছয়জনের জন্যে ছয় জোড়া চুড়ি। মায়ের আশীর্বাদ রইলো ওদের জন্য—তুচ্ছ কয়েকটা চুড়ির মধ্যে।

সুজয় ॥ (এতক্ষণ নানাভাবে দুঃখের অভিনয় করছিল দু-আঙুলে নিজের মাথা টিপে)।

—আমি সত্যি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। আমি কেন তোমার কথা এতদিন ভাবিনি আর সব ছেড়ে দিলে সন্তোষের বোন তুমি আমারও বোনের মত কেন আমি তোমার জন্যে কোনদিন কিছু করিনি। তোমার এত অভাব—

উর্মি ॥ (হাসতে হাসতে সুজয়কে বাধা দিয়ে)—একী, তুমি কি ভাবছ আমার অভাবের কথা বলে তোমার কাছে সহানুভূতি চাইতে এসেছি। হা-হা-হা-হা তুমি অসম্ভব ভুল করেছ সুজয়, অসম্ভব ভুল করেছ সুজয়, অসম্ভব ভুল।

সুজয় ॥ না না আমি মোটেই সে কথা ভাবি না একেবারেই না আমি শুধু ভাবছিলাম তোমার কষ্টের কথা।

উর্মি ॥ বিশ্বাস কর আমার কোন কষ্ট নেই (হাসতে হাসতে) আমি সত্যি সুখে আছি।

সুজয় ॥ জানো উর্মি আমি একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছি, কয়েকটা খুব দামী দামী চমৎকার শাড়ী কিনে আমার অপিসের আলমারীতে রেখে দিয়েছি তোমার জন্যে।

উর্মি ॥ (আরো জোরে হাসতে হাসতে) কেন? কেন রেখেছ?

সুজয় ॥ কি জানি। কেন যে রেখেছি জানি না, কোনদিন যে তোমাকে দিতে পারব তা ভাবিনি। আজ মনে হচ্ছে হয়তো একদিন সুযোগ আসবে। হয়তো একদিন তোমায় দিতে পারব।

উর্মি ॥ ভুল সুজয় ভুল কোনদিন দিতে পারবে না।

সুজয় ॥ কেন উর্মি?

উর্মি ॥ ভালো শাড়ী ভালোবাসে না এরকম মেয়ে খুব কম। আমিও বাসি কিন্তু—

সুজয় ॥ কিন্তু কি ?

ঊর্মি ॥ তোমার কাছ থেকে তা নিতে পারব না।

সুজয় ॥ কেন ?

ঊর্মি ॥ কেন আবার কি বুঝতে পার না অভাব আছে বলে কি আমি ভিখিরি নাকি ? আমি ২১ ভরি সোনা বিক্রি করে দশ হাজার টাকা পেয়েছি। জানো হাজার দু'য়েক যাবে আমার সম্ভাবনার যন্ত্রনাটাকে বিচ্যুত করতে, বাকী আট হাজার জমা থাকবে Bank-এ আমার নামে। আমার স্বামী বলছিলেন যৌথ নামেই থাক না। আমি রাজী হই নি। মোটেই না এ টাকা আমার, এর ভাগ আমি কাউকে দেব না। আমার ছেলেমেয়েদের জন্য কখনও কিছু করতে পারিনি এ দিয়ে দরকার মত কত কিই না করতে পারব। আট হাজার টাকা ভাবতে পার সুজয়। (উৎফুল্লভাবে) তোমার কাছে অবশ্য এটা কিছুই নয় কিন্তু আমার কাছে এর অনেক দাম। এই টাকা আমার কাছে যথেষ্ট। আমি ভীষণ খুশী হয়েছি এর বেশী আর আমার দরকার নেই।

সুজয় ॥ কিন্তু—

ঊর্মি ॥ (হাসতে হাসতে) কিন্তু কি ? তোমার শাড়ী একদিন নিয়ে এসো দেখব। কতদিন সুন্দর শাড়ী দেখিনি। নেব না অবশ্য। সেটা যেন জোর কোর না। তবে দেখতে দোষ কি ?

সুজয় ॥ নিলেই বা ক্ষতি কি ঊর্মি আজকালকার দিনে এ ধরণের মুল্য বোধের দাম কি ?
ঐ পরের জিনিষ নেব না।—পুরোনো বন্ধুর দেওয়া জিনিস ছুঁয়েও দেখতে নেই এ ধরণের কথা আজকাল কেউ ভাবে না।

ঊর্মি ॥ আমার তো আর কিছুই নেই সুজয়, তাই শুধু মুল্য বোধটুকু

আছে। আমার সন্তানদের মধ্যে ঐটুকু রেখে যেতে চেষ্টা করব। তাদের দুর্মূল্য উত্তরাধিকার। জানি তোমার অনেক টাকা—

সুজয় ।। সত্যি উর্মি টাকা অনেক করেছি বটে কিন্তু আর তো কিছুই করতে পারলাম না।

উর্মি ।। আমি বা এই দুর্লভ মানব জন্মটা দিয়ে কি করলাম ?

সুজয় ।। তুমি তোমার পাঁচটি সন্তানকে মানুষ করে তুলেছো।

উর্মি ।। তার জন্যে তো সবাই হাসছে। অপমান করছে। আমি যদি পরের পাঁচটি ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পারতাম, তবে সবাই আমার জয়ধ্বনি করত। কিন্তু তারা আমার নিজের হওয়ায় সবাই আমার নিন্দা করছে।

সুজয় ।। সে কথা ঠিক নয় উর্মি তবে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলেই সবাই বলে। সন্তোষ তোমার স্বামীর উপর কিন্তু খুব রাগ করে। বলে ওর কোন অধিকার নেই উর্মির সমস্ত শক্তিকে এভাবে অপচয় হতে দেবার। ওর মধ্যে অনেক parts ছিল।

উর্মি ।। ছোড়দারই বা কি অধিকার আছে আমার স্বামীর উপর রাগ করবার। আমরাই বা কি এমন parts ছিল।

সুজয় ।। বাঃ তোমার কি সুন্দর গানের গলা ছিল—তুমি চমৎকার ছবি আঁকতে। তোমার জীবনে অনেক সম্ভাবনা ছিল।

উর্মি ।। আমার সব সম্ভাবনাই সমাপ্ত হয়ে গেছে।

সুজয় ।। শুধু মা ? শুধু সন্তান ? তোমার নিজের জীবনের কি কোন দাম নেই ?

উর্মি ।। কি আর হোত যদি অনেক ভালো গাইতে শিখে কিছু হাততালি কুড়োতাম। কিম্বা বি, এ, পাশ করে একটা কোন স্কুলে চাকরী করতাম।

সুজয় ।। উর্মি একটা কথা বলব সময় হয়তো বেশী নেই। এখনি হয়তো সবাই এসে পড়বে।
তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছি। নেবে ?

উর্মি ॥ তুমি দেখছি যে কোন ছলে আমায় খানিকটা উপকার করতে চাইছ।

সুজয় ॥ না এতে তোমার কোন উপকার হবে না। শুধু আমার খানিকটা সুখ হবে। কোনদিন তোমাকে কোন উপহার দিই নি।—সারা মার্কেট ঘুরেও একটা জিনিস কিনতে পারতাম না। যা পছন্দ হোত তা কেনার সামর্থ থাকত না। আজ অনেক আশা করে এটা এনেছি নেবে ?

উর্মি ॥ কি উপহার দেখি ? হীরে-টিরে নাকি ? শুনেছি তোমার বউ রাতদিন হীরে মোতি পরে ঘেড়ায়।

সুজয় ॥ তা ছাড়া গর্ব কববার আর তো ওর কিছু নেই।

উর্মি ॥ আমারই কি আছে ?

সুজয় ॥ তোমার পাঁচটি সন্তান অমুল্য রত্ন।

উর্মি ॥ (হঠাৎ ভয় পেয়ে ছুটে এসে) বোল না বোল না সুজয়। বোল না আমার ভীষণ ভয় করে। ওরা সত্যিই অমুল্য রত্ন। পাছে কেউ ওদের দিকে নজর দেয়, পাছে ওরা হারিয়ে যায় পাছে ওরা—আমার সত্যিই মাঝে মাঝে বড় ভয় করে।

সুজয় ॥ (ওর কাছে এসে ওর পিঠে হাত রেখে)
একটা কথা বলব। তুমি কিন্তু সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌছেছ। এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না। তোমাকে কিছুদিন একেবারে বিশ্রাম নিতে হবে।

উর্মি ॥ বিশ্রামই তো নিচ্ছি। সুজয় তুমি জান না এখানে এসে অবধি আমাকে কিছু করতে হয় না। (হাসতে হাসতে) কিছু না। মা সমস্তক্ষণ আমাকে আগলে আছেন। বৌদি আমার সুমন পিয়ার এতটুকু অযত্ন হতে দেয় না।—সরলা হরদম এসে আমার সঙ্গে গল্প করে (চোখ বুঁজে আরামের ভঙ্গীতে) আমি যেন বিশ্রামের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি।

কই দেখাও কি উপহার এনেছো ? (বেশ কিছুক্ষণ থেকেই মাঝে মাঝে এক একটা বাজীর শব্দ ও জানলা দিয়ে আলোক ঝলক বা তুবড়ির তারকা বর্ষণ দেখা যাচ্ছিল এখন একটা বড় আওয়াজ হোল)।

সুজয় ।। কাল দেওয়ালী, মনে কর এটা আমার দেওয়ালীর উপহার—(পকেট থেকে একটা কেস বের করে খুলে ধরল—হীরের নেকলেস ঝলমল করে উঠল।)

উর্মি ।। (উজ্জ্বল খুশী মুখে) ওমা এ যে সত্যি হীরে, দেখি দেখি। (হাতে নিয়ে) বাঃ কি চমৎকার! সত্যি তোমার পছন্দ আছে বলতে হবে।

সুজয় ।। একবার গলায় পরে দেখ না উর্মি (উর্মি আয়নার সামনে এসে গলার কাছে ধরে—ঘাড় বাঁকিয়ে—অভিনেত্রীর ভঙ্গিতে কটাক্ষ করে) মানিয়েছে খাসা,—কি বল।

সুজয় ।। মুগ্ধভাবে অপূর্ব! (উর্মি নেকলেসটা গলা থেকে খুলে হাতে নিয়ে সুজয়কে ফিরিয়ে দিতে যায়)।

সুজয় ।। (অবাক হয়ে) নেবে না ?

উর্মি ।। অসম্ভব!

সুজয় ।। একটা সামান্য নেকলেসও আমার কাছে নিতে পার না।

উর্মি ।। তোমার কাছে সামান্য হলেও এর দাম অনেক ।

সুজয় ।। কিন্তু আমি যে তোমাকে আরো অনেক দিতে পারি ।

উর্মি ।। আমি যে নিতে পারি না।

সুজয় ।। যদি তোমার স্বামীর আপত্তি না থাকে ?

উর্মি ।। আমার আপত্তি থাকবে।

সুজয় ।। কেন ?

উর্মি ।। শুনলে না আমি আমার মা বাবার আশীর্বাদী বিয়ের গয়না সব বেচে দিয়েছি।

তোমার এ নেকলেসও কি বিক্রির জন্যে নেব নাকি ?

তাছাড়া সাজবার সখ আমার আর নেই। এর পরে আর আমি কোনদিন কোথাও বেরুতে পারব না। সবাই আমার দিকে হাঁ করে তাকাবে। আর এর উপযুক্ত শাড়ি জামাও আমার নেই।

সুজয় ।। আমি যে তোমায় সব দিতে চাই।

ঊর্মি ।। আমি নেব কেন? আমাকে কি ভিখিরি পেয়েছো নাকি?

সুজয় ।। ছিঃ ঊর্মি। (রাগ করে) দাও আমার জিনিষ ফিরিয়ে দাও। তোমাকে কিছুই নিতে হবে না। (ঊর্মি চুপ করে থাকে)

সুজয় ।। (রাগ করে) দাও দাও ফিরিয়ে দাও এই ফিরিয়ে দেওয়াটাই আমার চিরকাল মনে থাকবে। তুমি বার বার কেবল আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছো নানাভাবে কোনদিনই কিছু দাওনি, না এক ফোটা ভালোবাসাও না। আমি নিজের ভাবে মুগ্ধ থাকতাম তাই তোমার হাসিকে লজ্জা মনে করতাম। কিন্তু আসলে বোধ হয় তা উপেক্ষা মাত্র। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার মত শুধু মাত্র একটা বি, এ পাশ করে যে বোকা ছেলেটা তোমাকে পেতে চেয়েছিল তার প্রতি অবহেলা। নিজের স্তবস্তুতি শুনতে কোন মেয়ের না ভাল লাগে তাই তুমি আমাকে প্রশ্রয় দিতে আর কিছু নয়। না আমার প্রেমকে তুমি কোনদিন শ্রদ্ধা করনি (দু-হাতে মাথা টিপে) উঃ আমি কেন আবার তোমার কাছে এসেছি? আমার শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল।

ঊর্মি ।। (নেকলেসটা দু'হাতে তুলে ধরে) রাগ কোর না সুজয়।

সুজয় ।। দাও, দাও, ছুঁড়ে ফেলে দাও। হার তুমি ছুঁয়ো না।

ঊর্মি ।। (হারটা আবার গলায় পরে) এত সুন্দর কিছুক্ষণ পরে থাকি তারপরে তোমায় ফিরিয়ে দেব।

সুজয় ।। তাতে তোমার পতিব্রতে আঘাত লাগবে না?

ঊর্মি ।। পতিব্রতের জন্যে ভালোবাসাকে অবহেলা করবার দরকার হয় না। সুজয়। আমি কোনদিনই তোমার প্রেমকে উপেক্ষা করিনি।

সুজয় ।। (ঊর্মির কথায় উৎসাহ ভরে) মনে আছে ঊর্মি আমরা কেমন চোখে চোখ রাখার খেলা করতাম।

ঊর্মি ।। (উজ্জ্বল চোখে) হ্যাঁ সে এক আশ্চর্য্য খেলা। আচ্ছা সুজয় আমি সত্যি বলব ভাগ্যে তুমি আমাকে (হাসতে হাসতে) অর্থাৎ ভাগ্যে তুমি লাজুক ছিলে।

সুজয় ।। একবার একবার মাত্র আমি সাহসী হয়েছিলাম।

ঊর্মি ।। অথচ আমি প্রায়ই ভাবতাম এই বুঝি তুমি আমাকে—

সুজয় ।। কি তোমাকে ?

ঊর্মি ।। (হাসতে হাসতে) বলব না যাও।

সুজয় ।। বল বল, -

ঊর্মি ।। না, না।

সুজয় ।। তুমি তখন আমার কথা ভাবতে ? আশ্চর্য্য।

ঊর্মি ।। মাঝে মাঝে স্বপ্নে তোমার চুম্বনের ছোঁয়া পেতাম।

সুজয় ।। এ কথা তখন কেন বল নি ঊর্মি ?

ঊর্মি ।। একি আমার বলার কথা ? আমি যে মেয়ে। আমার চারিদিকে ঘিরে যুগান্তরের সংস্কার। আমার সমাজ, আমার মা, বাবা. আত্মীয়স্বজন—

সুজয় ।। তখন যদি তোমার কাছ থেকে একটা আশার কথা শুনতাম।

ঊর্মি ।। যা হয় নি তা নিয়ে হতাশ হয়ে আর কি লাভ ?

সুজয় ।। যা তখন হয় নি, তাকি এখন হতে পারে না ?

ঊর্মি ।। (হাসতে হাসতে) এই নাও। পাগল আর কি। জান না যা যায় তা আর ফিরে আসে না। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত শুধু চলে যাওয়ার কথা শুধু ভেসে যাওয়ার কাহিনী সে কথা থাক। মনে করতে ভারী মজা লাগছে সুজয় আমরা কি এত মজা

পেতাম সেই চোখে চোখে চাওয়ার খেলায়। দু'জনে (একটু ফিস ফিস স্বরে) হ্যাঁ দু-জনে এসে চুপি চুপি দাঁড়াতাম এই জানলার ধারে চোখে চোখ রেখে হেসে উঠতাম (ওরাও হেসে ওঠে)।

সুজয় ।। তোমার স্বামী কি কোনদিন তোমার সঙ্গে এ খেলার খেলোয়াড় হয়েছেন ?

ঊর্মি ।। এ খেলার কথা তিনি জানেন না। তিনি কখনও বলেন নি। এস আমার হাতে হাত দাও। আমার চোখে রাখ তোমার চোখ। আমার মনে তোমার মন মিলেমিশে ডুবে যাক। তাঁর কি দরকার আগুনে আগুন ছোঁয়াছুঁয়ির খেলায় ? পুরো মানুষটাকেই যখন পেয়ে গেছেন। অকারণে রোমান্সের বাজে খরচ করবেন কেন ? আমার স্বামী রূপবান, গুণবান, বিদ্বান। এমন পাত্রই আমার জন্য সকলে খুঁজছিলেন।

সুজয় ।। সন্তোষ কিন্তু বলেছিল ও আর তপেশদা দুজনেই আমার হয়ে ওকালতি করেছিল।

ঊর্মি ।। (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ ছোড়দার যুক্তিটা ছিল বড় মজার। আমার এখনও মনে আছে—ও বলেছিল "সুজয় পড়ে থাকবার ছেলে নয় মা। ওর যা ব্যবসা বুদ্ধি দেখো শীগিরি উঠে দাঁড়াবে। আর উঠে দাঁড়ালেই ছুটতে আরম্ভ করবে। দাদা বলেছিল।—'আর রেসের টিপস যা দেয় কি বলব, শুনে মা চোখ পাকিয়ে (হাসতে হাসতে) বলেছিলেন,—তুই কি ওর সঙ্গে রেসে যাস নাকি ? দাদা বলছিলেন পাগল ! কিন্তু আমি জানতাম দাদা মিথ্যে কথা বলছে।

সুজয় ।। আমি অন্তত মিথ্যে বলতাম না।

ঊর্মি ।। ঠিক সেই কথাই আমার তখন মনে হয়েছিল।

সুজয় ॥ জান উর্মি সেদিন যখন তুমি বরের সঙ্গে চলে গেলে, আমার মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত জীবন তার পুরো ভবিষ্যৎটা নিয়ে শুকনো ফুলের পাঁপড়ির মত গুড়িয়ে যাচ্ছে। এমন সময় বিনয় এল, আমাকে রেসের মাঠে নিয়ে গেল।

উর্মি ॥ হ্যাঁ শুনেছি সেইদিনই তুমি লাখ টাকা পেলে!

সুজয় ॥ ও তুমি জানতে! সুজয় বলল luck in cards and unluck in love.

উর্মি ॥ (হো হো করে হেসে উঠে) ঠিক বলেছ তো। একেবারে খাঁটি কথা কিন্তু এইটেই সত্যি luck! বউ তো বাংলাদেশে একটার বদলে হাজারটা পাওয়া যায় যখন ইচ্ছে। কিন্তু লাখ টাকা (ওঃ হো হো) হাসি।

সুজয় ॥ তুমি হাসছ? আমি তখন মোটেই হাসিনি।

উর্মি ॥ কেন (হাসতে হাসতে) কেঁদেছিলে নাকি? লাখ টাকা পেয়ে কান্না? (হাসি)।

সুজয় ॥ কাঁদিনি অবশ্য তবে খুব যে হেসেছি বলা যায় না। খুসী নিশ্চয় হয়েছিলাম। তবে সে খুশীটা মনের মধ্যে তেমন করে সাড়া জাগাতে পারে নি।

সুজয় ॥ তখন সবচেয়ে খারাপ লাগত কি জান, তোমাকে আমার কোন কথা বলতে পারতাম না।

উর্মি ॥ (অল্প হেসে) হ্যাঁ আমি মাঝে মাঝে যখনই এখানে আসতাম তোমার উত্তরোত্তর ধন বৃদ্ধির কথা শুনতে পেতাম।

সুজয় ॥ কিন্তু আমাকে সন্তোষ পর্য্যন্ত কোনদিন বলে নি তুমি এখানে এসেছো। বরং জিগ্যেস করলে এড়িয়ে গেছে। পাছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তোমাকে আমার কিছু অর্থের অংশীদার করতে চাই।

উর্মি ॥ তার কোন প্রয়োজন আমার কিন্তু হোত না। মানছি

আমার অর্থাভাব আছে। সংসার আমার টায়ে-টয়ে টেনে টুনে চলে তাহলেও চলে তো যাচ্ছে। স্বামী সন্তান নিয়ে আমি বেশ আছি। (বাইরে ঘন ঘন বাজীর শব্দ। জানলা দিয়ে নানারকম আলোর ঝলক)।

সুজয় ॥ এত আলো, এত আওয়াজ, এত ধুমধাড়াক্কা করে মানুষ কি চাইছে বলতে পার উর্মি? (বাইরে মেঘের ডাক)।
আমার প্রায় মনে হয় মানুষ ঐ রেসের ঘোড়ার মতই ছুটছে। কিসের আশায়? জিতবে বলে? জিতেই বা কি হবে? লাখ টাকা? টাকা দিয়েই বা কি চায় মানুষ। বলতে পার উর্মি?

উর্মি ॥ কি জানি।

সুজয় ॥ চাইছে সুখ। কিন্তু তার ধুমধাড়াকাই সার হচ্ছে। আচ্ছা উর্মি একটা কথা বলবে। আচ্ছা সত্যি বল তুমি তো মানুষ যা চায় সবই তো পেয়েছো—স্বামী, সন্তান মোটামুটি সচ্ছল সংসার।

উর্মি ॥ হ্যাঁ বারশ' টাকায় এ বাজারে যতটা সচ্ছলতা সম্ভব।

সুজয় ॥ কোথাও না কোথাও একটু খিঁচ না থাকলে সংসার বলা চলে না।

উর্মি ॥ খুব যে লেকচার দিচ্ছ। (হেসে) বেশ তো সব পেয়েছি, তাতে কি।

সুজয় ॥ সুখী হয়েছো কি?

উর্মি ॥ (হেসে) এতবড় একটা প্রশ্নের জবাব আমি ফস্ করে দিয়ে দেব। আগে তোমার নিজের কথা বল। তুমি তো অনেক টাকা করেছো। অনেক বাড়ি, গাড়ী, বিলাস, বৈভব, মানুষ যা পাবার আশা রাখে না, করে না সেই সব তুমি পেয়েছো। সুখী হয়েছো কি?

সুজয় ।। সুখটা বোধ হয় হাওয়ার ফুলঝুরি সত্যি সত্যি আকাশ কুসুম কেউ কখনো পায় না ।

ঊর্মি ।। তবে আমায় কেন প্রশ্ন করছিলে !

সুজয় ।। এমনি সাধারণ অর্থে ।

ঊর্মি ।। বেশ তো তুমিও সাধারণ অর্থে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও ।

সুজয় ।। টাকার সঙ্গে সুখের সুখ খুব বেশী একটা সম্পর্ক নেই ঊর্মি । টাকাটা বাইরের ব্যাপার । সুখটা মনের । বাইরের জিনিষ দিয়ে যদি মনের কোথাও কোন সার্থকতা আনা যেত— তাহলে হয়তো বাইরের সম্পদ মনের সম্পদ হয়ে উঠতে পারতো—কিন্তু—

ঊর্মি ।। (হেসে) তাহলে শোন । (গান করে) "সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে কতদিকে কত ঘোরালে, এসেছি তোমার দুয়ারে ।"

সুজয় ।। বাঃ ঊর্মি তোমার গলায় গান তো এখনও বেশ চমৎকার আসে । তুমি কি চর্চা, টর্চা রেখেছো নাকি ?

ঊর্মি ।। পাগল নাকি ? সময় কোথায় দেখলে না দু-লাইন গাইতেই হাঁপিয়ে উঠলাম ।

সুজয় ।। সত্যি ঊর্মি আমি আবার বলছি তোমার আশ্চর্য্য সম্ভাবনার জীবন হয়তো এই ভাবেই কাটবে না,—হয়তো আবার তা সার্থকতায় পুর্ণ হয়ে উঠবে ।

ঊর্মি ।। না হলেও ক্ষতি নেই । (একটু অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে) বল্লে না তোমার কোন সুখ নেই—তোমার অভাবটা কি ?

সুজয় ।। তুমি তো জান ঊর্মি তোমাকে অনেকেই নিশ্চয় বলেছে ।

ঊর্মি ।। (দুঃখিত ভাবে) হ্যাঁ আমি শুনেছি তোমার স্ত্রী ।

সুজয় ।। বীথির দুঃখের শেষ নেই সন্তানের অভাবে সে পাগল হতে বসেছে ।

ঊর্মি ।। একদিকে পথে পথে বুভুক্ষু শিশুর দল, অন্যদিকে সন্তানহীন

নারী বুক খালি করে কাঁদছে এ দুটোকে কেন মেলান যাবে না। সুজয় তোমার এত টাকা। দাওনা কয়েকটি নিরাপদ শিশুকে এনে তোমার বীথির কোলে আশ্রয়। তাদের সন্তানের মত মানুষ কর না।

সুজয় ।। সে করবার মত মন এখনও ওর তৈরী হয় নি। ও চায় নিজের একটা কিছু। কানা হোক খোঁড়া হোক নিজের সন্তান। এই জন্যে সে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে যত তীর্থ আছে—অস্থিরহয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

ঊর্মি ।। আমাদের ওদিকে পাটনা শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরে মুক্তেশ্বরী মন্দির তারই কাছাকাছি কোথায় নাকি এক পীরের দরগা আছে। সেখানে এক ফকির আছেন। তার "জল-পড়া" খেলে বলে নাকি—

সুজয় ।। (হেসে উঠে) ওসব অনেক হয়ে গেছে। আমি জানি ওর কপালে নিজের সন্তান নেই।

ঊর্মি ।। কি করে জানলে ? জ্যোতিষী বলেছে নাকি ?

সুজয় ।। না ডাক্তার বলেছে।

ঊর্মি ।। ডাক্তার বলেছে। আহা বেচারী।

সুজয় ।। শুধু ওই কি বেচারী আমি নয় ?

ঊর্মি ।। তোমার কত কাজ। ব্যবসা, বানিজ্য সারাদিন হাপ ছাড়ার অবসর নেই। সন্তান তোমাদের কাছে প্রায় বিলাসিতার মত মেয়েদের কাছে ওটা বড় প্রয়োজন। সন্তান না থাকলে মেয়েদের যেন কিছুতেই সার্থকতা আসে না। আধুনিকা-দেরও তো দেখেছি। একটি দুটি ছেলেমেয়ে সকলেরই আছে। তোমার বউ পুষ্যি নিতে কেন রাজী হচ্ছে না ?

সুজয় ।। একটু (উৎসাহিত হয়ে) এতদিনে রাজী হয়েছে তবে বড় ঘরের সন্তান চায়। যাকে নিজের বলতে ওর কোন অসুবিধে হবে না ;

উর্মি ॥ এমন ছেলে কোথায় পাবে ? (অবাক হয়ে) তারা কেন নিজের ছেলে বিলিয়ে দেবে ?

সুজয় ॥ যাদের অনেক ছেলেপিলে অথচ আর্থিক দিক থেকে অবস্থা তেমন সুবিধের নয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ দিতেও পারে। কেনই বা দেবে না ? ছেলে সুখে থাকবে এতো সবাই চায়—

উর্মি ॥ (হেসে উঠে) যে চায় সে চাক আমি কখনও চাইব না। আমার সন্তানরা আমার কাছে দুঃখের মধ্যে মানুষ হোক।— কোন বড়লোকের কেক সন্দেশের লোভ তাদের জন্যে আমার নেই। তারা অভাবের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়ে উঠুক। তাদের সেই বিজয় নির্ঘোষ একদিন সকলের কানে যাবে।

সুজয় ॥ তোমার স্বামীরও কি তাই মত ?

উর্মি ॥ নিশ্চয় তিনিও ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষাই দেন। বলেন জীবনে দুঃখের শিক্ষা পাওয়াটাও একটা কম সুযোগ নয়। আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত এ যুগের অনেক মহাপুরুষের শিক্ষার হাতে খড়িও এইখানে—ঐ দুঃখের পাঠশালায়।

সুজয় ॥ উর্মি বলা উচিত নয়।—যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হোত। আমি কয়েকটি সন্তানের পিতা হতে পারতাম।

উর্মি ॥ কি বলছ কি সুজয়, তোমার মাথার ঠিক নেই।

সুজয় ॥ উর্মি ক্ষমা কর।

উর্মি ॥ ক্ষমা নেই এখানে আমার ধর্মে আঘাত লাগে।

সুজয় ॥ একটা ছোট কল্পনার ধাকায় তোমার ধর্ম উল্টে যায়। সে আবার কেমন ধর্ম। মুখে বল্লাম তাই তুমি জানতে পারলে মনে মনে কি এই কল্পনা আমি অনেকদিন ধরেই করি না।

উর্মি ॥ মনের কথা মনেই না হয় থাকত। তাকে বাইরে আনলে কেন ?

সুজয় ।। তাতে ক্ষতি কি ! আমি তো তোমাকে ছুঁইনি। ভাখো তোমার থেকে কত দূরে দাঁড়িয়ে আছি। তোমার আর আমার অস্তিত্বের মধ্যে বেশ কয়েক ফুটের ব্যবধান আছে। তবু যদি আমার দেহের ভিতর থেকে আর একটা দেহ এসে তোমার লাবণ্যময় দেহটাকে আলিঙ্গন করে। তাহলে তুমি বাধা দেবে কি করে, আমার চিন্তা আমার কল্পনার উপরে তো আর তোমার হাত নেই। (হা-হো করে হেসে) আমি তোমাকে না ছুঁয়ে চুম্বন করতে পারি—তোমার বাধা দেবার ক্ষমতা নেই।

ঊর্মি ।। তুমি এসব কি বলছ ? একেবারেই দেখছি পাগল হয়ে গেছ। যাই আমার স্বামীকে চিঠি লিখে দিই। তিনি একবার আসুন তোমার মতলব আমার একেবারেই ভাল লাগছে না (উদ্‌ভ্রান্তের মত মাথা নেড়ে) না, মোটেই না।

সুজয় ।। তোমার স্বামী বিদ্বান, মানুষের মন জানেন। তিনি নিশ্চয় আমাকে ভুল বুঝবেন না।

ঊর্মি ।। কি তুমি বলতে চাইছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সত্যি !

সুজয় ।। ঊর্মি তোমার সুমন পিয়া কি সুন্দর দুটি ছেলেমেয়ে। ওদের দেখেই আমি ভালবেসেছি।

ঊর্মি ।। (সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সুজয়ের দিকে চেয়ে) ওদের দেখে কেউ ভাল না বেসে থাকতে পারে না।

সুজয় ।। সেদিন মার্কেটে তোমার দাদা-বৌদির সঙ্গে ওদের দেখে দুটো খেলনা কিনে দিতে গেলাম। তোমার বৌদি দিতে দিল না, বলল তুমি নাকি রাগ করবে।

ঊর্মি ।। হ্যাঁ নিশ্চয় রাগ করব। তুমি ওদের খেলনা কিনে দেবার কে ?

সুজয় ।। তোমার স্বামী হয়তো রাগ করতেন না। আমার যতদূর

মনে হয় অধ্যাপক হলেও তিনি সারাক্ষণ ভাবের ফানুসে ভাসেন না। বেশ প্যাকটিকাল মানুষ।

ঊর্মি॥ তুমি কবে জানলে শুনি? তার সঙ্গে আবার তোমার আলাপ হোল কবে?

সুজয়॥ আমি চিঠি লিখেছিলাম।

ঊর্মি॥ কেন বল তো? তোমার মতলবটা কি সত্যি বলতো?
[সুজয় ওর দিকে সোজাসুজি তাকায়।]

ঊর্মি॥ হঠাৎ তোমাকে আমার কেমন যেন ভয় করছে সুজয়। ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে। সত্যি বলতো. তুমি কেন এসেছো (চীৎকার করে) কেন এসেছো আমার শান্তির জীবনে? আমার সংসার ভাঙতে।

সুজয়॥ বিশ্বাস কর ঊর্মি আমি তোমার সংসার ভাঙতে আসি নি। এসেছি তোমার বন্ধু হতে।

ঊর্মি॥ আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই না। সেদিন কেন আসনি? কেন কিছু বল নি, কেন অনায়াসে আমাকে পার হয়ে যেতে দিয়েছিলে? আজ এসেছো বন্ধুত্ব চাইতে? কেন? কেন? (সুজয় চুপ করে থাকে, ঊর্মি ওর কাছে এসে) চুপ করে আছ কেন মুখ ফুটে বলতে পারছ না কেন? (দূরে সরে এসে) জানি, জানি তুমি তোমার বউয়ের জন্যে—

সুজয়॥ একটি সন্তান ভিক্ষা চাইতে এসেছি।

ঊর্মি॥ (চীৎকার করে রুদ্ধ কণ্ঠে) আমি জানতাম আমি জানতাম তোমার ঐ ভালবাসা টালোবাসা, সব বাজে কথা সমস্ত ভান। (মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়ায়) তুমি কি নিষ্ঠুর। আমার সুমনকে তুমি কাড়তে এসেছো। (বুক ফাটা চীৎকার করে, আমার সুমন আমার পিয়া) সুজয় তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ওকে ধরে)

সুজয় ॥ না না তুমি ভুল বুঝো না ঊর্মি—তোমার সুমন পিয়াকে আমি চাই না। চাই না চাই না—ওরা তোমার।

ঊর্মি ॥ চাও না? সত্যি বলছ? আমার হঠাৎ মনে হোল (হাঁপাতে হাঁপাতে) তুমি সুমনকে কিম্বা পিয়াকে, কিম্বা দু-জনকেই—(থেমে থেমে) তুমি যে বললে,—

সুজয় ॥ আমি ওদের ভালবাসি কি করে ওদের তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইব। তোমাকেও যে ভালবাসি ঊর্মি তাই তোমার কাছেই ওদের সুখে রাখতে চাই।

ঊর্মি ॥ (দ্বিধা ভরে) তবে যে বললে—

সুজয় ॥ হ্যাঁ আমি চাইতে এসেছি তোমার অজাত সন্তানটিকে যাকে তুমি এখনও দেখনি যে এখনো তোমার স্নেহ পায় নি শুধু তোমার দেহের মধ্যে তার আবির্ভাব হয়েছে, তোমার ভালোবাসার মধ্যে এখনো সে জন্মায় নি।

ঊর্মি ॥ (কঠিনভাবে) তাকেই? ওঃ তবে ভিক্ষা দিতে বলছ কেন? সোজাসুজি বল কিনতে এসেছো। সত্যি কথাটা সত্যি করে তোমার অনেক আগেই বলা উচিত ছিল।

সুজয় ॥ তুমি ভুল বুঝো না ঊর্মি।

ঊর্মি ॥ আর ভুল নয়। এবারে ঠিক বুঝেছি। ভেবেছিলে, আমি গরীব, প্রলোভন এড়াতে পারব না। সুখের লোভ দেখিয়ে (ওঃ হো হো hysteric ভাবে হেসে উঠে) আমার ভাবী সন্তানটিকে কিনতে এসেছিলে? কেমন। এই হীরের হারটা [টেনে খুলে দেয়] বুঝি তার দাদন? advance booking? হাঃ হাঃ ব্যবসাদার মানুষ সব আটঘাট বেধেই করেছো। আমার বাবা ঠিকই বুঝে ছিলেন। তাই তোমার হাতে আমায় দেন নি। আমার স্বামী অধ্যাপক তার সঙ্গে তোমার তুলনা?

সুজয় ॥ ব্যবসা করাটা কি খারাপ? টাকা করাটা কি পাপ? টাকা

দিয়ে কি সুখ সামর্থ্য কেনা যায় না। দারিদ্র্য কি মানুষকে দীনহীন কুৎসিত করে তোলে না দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে মানুষ কি চেষ্টা করবে না? দারিদ্র্যে কি মানুষ নীতিভ্রষ্ট চরিত্রভ্রষ্ট হয় না?

ঊর্মি ।। অনেকে হয়তো হয়। আমি হব না! আমি নীতি ভ্রষ্ট হয়ে তোমাকে আমার সন্তান বেচব না হোক সে অজাত। শীঘ্রই সে জাত হবে। এখন সে মায়ের শরীরের আছে। শীঘ্রই সে মায়ের কোলে শুয়ে হাসবে। কেউ তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। যাও ছেলের বদলে আর একটা হার দাও বউকে (হারটা ওর গায়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। সেটা মাটিতে পায়ের কাছে পড়ে ঝলমল করতে থাকে)

(সুজয় অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ঘন ঘন তার নিঃশ্বাস পড়তে থাকে)

সুজয় ।। ভেবেছিলাম তোমায় কষ্ট দেব না, বুঝিয়ে সুঝিয়ে তোমার মত করাব। তাই এতক্ষণ কিছু বলিনি। তোমার এ সন্তানটিকে আপাতত আমারই বলতে পার। তোমার স্বামী একলাখ টাকায় তাকে আমার কাছে বিক্রি করেছেন। ছেলেটি হাতে পেলেই তিনিও টাকা পাবেন এই সর্তে already আমার কাছে পনেরো হাজার টাকা নিয়েছেন। তোমার বিদ্বান স্বামী। বুঝলে! (ঊর্মির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে) আমাকে ব্যবসায়ী বলে ঠাট্টা করছিলে, তোমার স্বামীও কিছু কম ব্যবসাদার নয়। দরটা বেশ চড়াই হেঁকেছেন। তবে তোমার ছেলের দাম আমার কাছে লাখ টাকারও বেশী। তাই রাজী হতে দ্বিধা করিনি।

ঊর্মি ।। আমার ছেলে আমার। তাকে বিলিয়ে দেবার বিক্রি করবার অধিকার কারোর নেই।

সুজয় ॥ আইনসঙ্গত ছেলে বাপের।

ঊর্মি ॥ (হেসে ওঠে) আইন দেখাতে এস না সুজয়। আইনে মানুষ বিক্রী পৃথিবীর কোন দেশেই বোধ হয় নেই।

সুজয় ॥ আচ্ছা! একি আর সোজাসুজি বিক্রি—ছেলের বাপ ছেলেটিকে আমাকে দত্তক দেবে তারপরে আমি তাকে টাকাটি গোপনে দেব। না থাকবে কোন কাগজ পত্তর না থাকবে কোন সাক্ষী সাবুদ। গোপন আয়ের লেনদেন এমনিভাবেই হয়।

ঊর্মি ॥ আমার ছেলেকে দত্তক দেবার ও কে?

সুজয় ॥ (মৃদু হেসে) তাই তো বলছি, ছেলে মায়ের নয়—আইনত সে বাপের।

ঊর্মি ॥ (গর্জন করে) কখনও নয়। বাপের কাছে ছেলে কি? মুহূর্তের উল্লাসে উত্তেজনার ফল। ছেলে হল সেই বাপের? আর যে মা তাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিজের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলে, তারপর নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তার জন্ম দেয়। তারপর কতদিন ধরে নিজের শরীর দুর্বল করে যে তার খাদ্য যোগায়। কত ধৈর্য্যে কত শ্রমে যে তাকে দিনে দিনে বড় করে তোলে—বুকভরা স্তন্য আর প্রাণভরা ভালোবাসা দিয়ে যে তাকে মানুষ করে তোলে সন্তান তার নয়?

সুজয় ॥ ঊর্মি শান্ত হও।

ঊর্মি ॥ না না তুমি যাও তোমাদের কাউকে চাই না।—না না আমার আমার স্বামীকেও না। (হাঁপাতে হাঁপাতে) ছোড়দা কেন এখনও এল না! (ভিতরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় এক ঝটকায় সুজয়ের দিকে ফিরে) সুজয় একি সত্যি বললে? সত্যিই কি আমার স্বামী টাকা নিয়ে তোমার কাছে সন্তান বিক্রি করেছেন। হায় হায়! আমার

সব বিশ্বাস ভেঙে গেল আমি কি নিয়ে বাঁচব (কান্নায় ভেঙে পড়ে)।

সুজয় ।। উর্মি শান্ত হও হও।

উর্মি ।। আমার দেহের মধ্যে অসংখ্য শিশুর ছুটোছুটি শুনতে পাচ্ছি। আমার মাথার মধ্যে কি যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

সুজয় ।। একদিন তুমি আমাকে ভালোবাসতে উর্মি।

উর্মি ।। ভালোবাসার দোহাই আর দিওনা সুজয়। তুমি এতক্ষণ যা বললে সব এমন করে মিথ্যে প্রমাণ করলে কেন? hysterically হাসতে হাসতে) না না ও ভালোবাসা ভোরের শিশির। দেখলে না একটু রোদের তাপেই তোমার মন থেকে উপে গেছে। তোমার টাকার রোদ্দুর। সুজয় আমি তাইতো এতক্ষণ তোমাকে বলতে চাইছিলাম, যে ভালোবাসাই শেষ নয়।

সুজয় ।। (উর্মির পিঠে হাত রেখে) উর্মি তুমি কেন বুঝতে চাইছ না যে ভালবাসাই শেষ কথা।

উর্মি ।। না না ভালোবাসার চেয়ে জীবন বড়। সে ভালোবাসাকে অনায়াসে পার হয়ে যায়। সেই জীবনটাকে আমি দলে মুচড়ে ছিড়ে ফেলে দেব (হাঁপাতে হাঁপাতে) তবু আমার সন্তান তোমাদের দেব না। তোমাকেও না আমার স্বামীকেও না। (বাইরে ঘণ্টা বাজে)

উর্মি ।। (উত্তেজিত ভাবে) কে? কে?

সুজয় ।। বোধ হয় তোমার স্বামী এলেন। ৬টার গাড়ীতে তার পৌঁছুবার কথা।

উর্মি ।। কি বললে? আমার স্বামী (ছুটে গিয়ে দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে) তুমি কেন এসেছো? ছেলে বেচতে? লজ্জা করে না? এতদিন যা বলেছ শুনেছি—আর নয়, আর নয়। (দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দড়জায় পিঠ দিয়ে) কি নিষ্ঠুর কি নিষ্ঠুর (মাটিতে পড়ে যায়। আলো নিভে যায়)।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[বিচিত্র আলোকপাতের মধ্যে সুজয়কে দেখা যাবে। সোজা দাঁড়িয়ে আছে।]

সুজয়। আমি কে, আমি কি চেয়েছিলাম ? কি পেলাম ? কেন পেলাম না —চাওয়া পাওয়ার হিসেব কে মেলাবে। সেদিন ঊর্মির স্বামী পিছনের দরজা দিয়ে সন্তোষকে নিয়ে যখন ঢুকলো তখন ঊর্মি অজ্ঞান হয়ে রক্তের মধ্যে পড়েছিল। ওরা আমার দিকে এমনভাবে চাইল যেন আমি ওকে হত্যা করেছি। তারপর ডাক্তার এল এ্যাম্বুলেন্স এল। তারপর সবাই ওকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আমি এই চেয়ারটায় চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইল না। আজ একমাস হল ঊর্মি হাসপাতালে জীবন মৃত্যুর সীমানা আঁকা একটা সরু সুতোর উপরে ঝুলছে। ওর সন্তানটি অবশ্য ভূমিষ্ঠ হতে পারে নি মাতৃগর্ভেই তার মৃত্যু হয়েছে। ঊর্মি তোমার সন্তান যমকে দিলে তবু আমাকে দিলে না। ঠিকই করেছো ঊর্মি। আমি যোগ্য নই। আমার ভালোবাসার মধ্যে স্বার্থের কলুষই বেশী (হা হা হা হা) কলকাতা শহরে বাতাসের মধ্যে যেখানে oxygen-এর চেয়ে impurity বেশী, আজ যদি সত্যিই বিচার হয় বিচারক কি কেউ আছেন ? যদি থাকেন এজলাসে আমার ডাক পড়ে, যদি সেই জর্জ সাহেবের আদালত আমাকে বলে, — শপথ কর—শপথ কর সত্য বই মিথ্যা বলিবে না।

আমি কি শপথ করতে পারব ? বলতে কি পারব ধর্মাবতার অপরাধ কবুল। আর মিথ্যা নয়। সত্যই বলছি আমি দোষী আমায় শাস্তি দিন। ঊর্মির স্বামীর অর্থের প্রতি

দুর্বলতার কথা শুনে পর্য্যন্ত আমি লোভে অধীর হয়ে উঠেছিলাম। অর্থের প্রচণ্ড শক্তির কথা আমি জানতাম আমি ভেবেছিলাম অর্থ দিয়ে সব কিছুই কেনা যায়, না শুধু আরাম বিলাসই নয় বিদ্যাবুদ্ধি মান, সম্ভ্রম এমন কি সতীত্ব নারীর প্রেমও। না না শুধু প্রেম নয় তার দেহও। কিন্তু ওকে দেখে আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে আমার ওসব কোন কথাই মনে ছিল না—ধর্মাবতার এইখানে আমার নামে creditside-এ কিছু লিখুন। আমার মত একজন স্বার্থপর বিষয়ী মানুষ কিছুক্ষণের জন্য স্বার্থটাই সব ভুলে গিয়েছিল। আমি আমার সেই প্রথম যৌবনের স্বপ্ন-মাখা দিনগুলির মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারিনি স্বার্থ আমাকে তাড়া দিতে লাগল। অহঙ্কার আমাকে উদ্ধত করে তুলল। আমি ভাবলাম টাকা দিয়ে শুধু ঊর্মির সন্তান নয় ঊর্মিকেও কিনে নেব। ঊর্মি তার স্বামীর এতগুলি সন্তান গর্ভে ধরেছে। আমারও একটি সন্তান ওকে গর্ভে ধরতে হবে আমি ওকে কিছুতেই ছাড়ব না। ওর স্বামীকে অর্থে বশীভূত করে আমি ওকে ভোগ করতে চেয়েছিলাম। বিচারক, আমার ক্ষমা নেই ক্ষমা নেই।

[ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে যায়]

॥ যবনিকা ॥